CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 October, 2020 ■ আগরতলা, ৪ অক্টোবর, ২০২০ ইং ■ ১৭ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পৌঁছলেন ও শুনলেন

শেষ পর্যন্ত শনিবার হাথরসে গণধর্ষিতা মৃত কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বললেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা।

করোনা ঃ আরো ৪ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১৮০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও চার জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি, ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৮০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, স্বস্তির খবরও রয়েছে। ত্রিপুরায় ২৪ ঘন্টায় ৫১৩ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে আক্রান্তের তুলনায় সুস্থ হওয়ার সংখ্যা বেশি। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২৬,৫৫২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২১,৩৮৭ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ৪৮৪৯ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১৯৯৭ জনের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৮০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গেলেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা হাথরাস কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ যোগীর

লখনউ, ৩ অক্টোবর।। হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডের তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর হাতে তুলে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই কথা জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী নিজে দিয়েছেন। এদিকে, রাহুল গান্ধী ও তার বোন প্রিয়াঙ্কা বঢ়ড়া অবশেষে শনিবার নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছলেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বললেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই নারকীয় ধর্ষণকাণ্ডে তদন্ত করতে সিট গঠন করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। সিটের প্রথম তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।নিগৃহীতার ভাইয়ের তরফ থেকে পুলিশি তদন্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্প্রতি জেলাশাসকের একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসনের ভূমিকা।

এদিকে আজ হাথরসের নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা বঢরা সহ পাঁচ সদস্যের কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। জানা গেছে এদিন প্রায় ২৫ মিনিট ধরে কথা বললেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। নির্যাতিতার মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে প্রিয়ঙ্কা বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ উত্তরপ্রদেশ সরকার। নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে ভয় দেখাচ্ছে যোগীর পুলিশ। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বললেন রাহুল। যেভাবে নির্যাতিতাকে দাহ করা হয়েছে তা নিয়ে রাহুল-প্রিয়ঙ্কার কাছেও তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ, বিচার চাই, বলল পরিবার। ডিএমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কাঁতর আবেদন। পাশে থাকার আশ্বাস রাহুল-প্রিয়ঙ্কার।

এদিকে, বৃহস্পতিবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢ়ড়া পৌঁছে গেলেন হাথরাসের নির্যাতিতার পরিবারের কাছে। এদিন সন্ধ্যায় রাহুল-প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বে কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল যায় নির্যাতিতার বাড়িতে। দলে ছিলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীও। এদিন তাঁরা কথা বলেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

প্রিয়াঙ্কাকে সামনে পেয়ে এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতার পরিবারের মহিলা সদস্যরা। প্রিয়াঙ্কাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখা যায় নির্যাতিতার মা''কেও।

এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর রাহুল গান্ধি বলেন, পৃথিবীর কোনও শক্তি নির্যাতিতার পরিবারের আওয়াজ বন্ধ করতে পারবে না। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা বলেন, নির্যাতিতার পরিবার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান। এদিন আরেকবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে একহাত নেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢ়ড়া। ''নিজেদের মেয়েকে শেষ দেখাও দেখতে পায়নি এই পরিবার। নিজের দায়িত্ব বোঝা উচিত যোগী আদিত্যনাথের। বিচার না মেলা পর্যন্ত আমরা লড়াই চালাব।''

ভারপ্রাপ্ত ডিজিপিকে স্মারকলিপি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। শনিবার সি পি আই এমের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক রাজীব সিংহের সাথে সাক্ষাত করে রাজ্য জুড়ে তাদের দলের নেতাকর্মীদের উপর ধারাবাহিক হামলার অভিযোগ করেছেন। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি বর্তমান সরকারের গত ৩১ মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে।

পরে দলীয় সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রী দাশ বলেন যে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের কর্মীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্থায়ী সমাধানে ইতিবাচক মুখ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। স্থায়ী সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খুবই সন্তুষ্ট চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁদের সমস্ত সমস্যা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুনেছেন এবং আগামী মাস-দুয়েকের মধ্যে স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও যথেষ্ট আশাবাদী, রাজ্য সরকার তাঁদের বাঁচাবে।

প্রসঙ্গত, ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে সম্প্রতি আগরতলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের তিনটি সংগঠন ওই আন্দোলনে নেমেছে। মূলত, স্থায়ী সমাধানের দাবিতেও আন্দোলন করছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। ত্রিপুরা সরকার তাদের গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিযুক্তিতে উদ্যোগ নিয়েছে। তাতে কোনও চাকরিচ্যুত শিক্ষক চাকরি না পেলে তাকে আউটসোর্সিঙের মাধ্যমে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এখানেই তীব্র আপত্তি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। সাধারণ বেকারদের সাথে তাঁদের চাকরির যোগ্যতা নির্ণয়ে পরীক্ষায় বসা এবং আউটসোর্সিঙের মাধ্যমে চাকরির বদলে স্থায়ী সমাধান চাইছেন তাঁরা।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তাঁরা ওই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। বিকল্প পথে তাঁদের স্থায়ী সমাধান সম্ভব সে-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এ-বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণ পাল বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একত্রে চাকরি প্রদানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ বেকারদের সাথে চাকরির প্রতিযোগিতায় না নেমে বিকল্প পথে স্থায়ী সমাধানের প্রস্তাব রেখেছি। তিনি বলেন, অশিক্ষক পদে ১৩ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আউটসোর্সিঙে চাকরির কোনও নিশ্চিয়তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ৩ অক্টোবর।। রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের। মৃতের নাম উৎপল সিংহা রায়। বয়স ৫৫। তিনি সাব্রুমে ইউকো ব্যাঙ্কে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে তার ভাড়া বাড়িতে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি আগরতলার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ভাড়া বাড়ির অন্যান্য আবাসিকরা প্রথমে সাব্রুম থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে দেখতে পাই ঘরের ভেতরে একটি চেয়ারে বসা অবস্থাতেই রয়েছে উৎপল বাবুর মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে এইনিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসা পরই পুলিশ এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলতে পারবেন।

বিশ্বের দীর্ঘতম অটল টানেলের উদ্বোধন

দেশের সুরক্ষার চেয়ে কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

রোহতাঙ, ৩ অক্টোবর (হি.স.)।। দেশের সুরক্ষাই সর্বাগ্রে, দেশের সুরক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার হিমাচল প্রদেশের মানালির রোহতাঙে বিশ্বের দীর্ঘতম অটল টানেল উদ্বোধন করার পর এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে হিমাচল প্রদেশের মানালির রোহতাঙে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম অটল সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''অটল সুড়ঙ্গপথ ভারতের সীমান্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে নতুন শক্তি প্রদান করবে। এই টানেল বিশ্বমানের সীমান্ত কানেকটিভিটির উদাহরণ। বহুদিন ধরেই সীমান্তের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নতির দাবি উঠছিল, এ ধরনের প্রকল্প হয়তো পরিকল্পনার পর্যায় থেকে বেরোতে পারেনি অথবা মাঝপথেই আটকে গিয়েছে।''

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের সঙ্গে যোগাযোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ সরাসরি সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। সীমান্তে অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর সুফল সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরও প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সুরক্ষার চেয়ে আমাদের কাছে কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, প্রতিরক্ষা স্বার্থের সঙ্গে আগে আপোষ করা হয়েছে, যার সাক্ষী রয়েছে দেশ। প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, অটল টানেলের মতোই আরও অনেক প্রকল্পের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ দফা দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে সময় চাওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক শনিবার সাড়া পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে প্রদেশে কংগ্রেসের একটা প্রতিনিধিদল মহাকরণে দেখা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয় ১০ দফা দাবি।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে পরিষেবার মান উন্নতি করা, চিটফান্ডের খপ্পরে পড়ে যারা টাকা খোকয়েছে, তাদের টাকার ফেরানো ব্যবস্থা করা এবং চিটফান্ডের বিষয়টির সিবিআই তদন্ত দেওয়া, এ ডি সি নির্বাচন অতিসত্বর করা, শীর্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ১০,৩২৩ চাকরিতে শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধান করা এবং সেকেরকোট, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমলপুর এবং মোহনপুরে কংগ্রেসের তিনটি অফিস বিজেপি কর্মীরা জবর দখল করেছে।

এই অফিসগুলি বিজেপি কর্মীদের কাছ থেকে মুক্তি করার দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন চিটফান্ড এ বিষয়টি সিবিআই তদন্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলা হবে। হাসপাতালে বেহাল অবস্থাগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এবং বিশেষ করে এ ডি সি নির্বাচনের বিষয়টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে জোট গঠন জনজাতি ভিত্তিক ৩ দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। করোনা-র প্রকোপ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি কখনও খুব একটা চিন্তিত ছিল না। এরই মধ্যে এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে জনজাতি ভিত্তিক তিন দলীয় জোট তৈরি হয়ে গেছে। জনজাতিদের বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিত হয়ে লড়াই করবে, এই অঙ্গীকারে দুদিনের বৈঠক শেষে আইএনপিটি, তিপরা এবং টিপিএফ জোট বেঁধেছে। জোটের সম্মতিপত্রে আইএনপিটি সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা, তিপরা-র চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎমাণিক্য এবং টিপিএফ-এর সভানেত্রী পাতালকন্যা জমাতিয়া স্বাক্ষর করেছেন। এতে মনে হচ্ছে, জনজাতি তাস খেলে এডিসি নির্বাচনে জমি শক্ত করার সলতে পাকানো শুরু করে দিয়েছেন প্রদ্যুৎমাণিক্যরা।

শনিবার যৌথ প্রেস বিবৃতিতে তিন দল দাবি করেছে, জনজাতিদের স্বার্থ রক্ষায় জোটবদ্ধ হয়েছি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও আমাদের সাথে একত্রিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। তিন দলের বক্তব্য, জনজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতিতে নিঃশর্তে কাজ করে সমাধান নিশ্চিত করব। এই জোট আদর্শ এবং ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণে গঠন করা হয়েছে।

তিন দল দাবি করেছে, এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, অবৈধ ভোটার, বন অধিকার আইন ২০০৬, ইনার লাইন পারমিট, এডিসি-র অধিক ক্ষমতায়ন, এডিসি-তে সরাসরি অর্থ প্রদান এবং জমির অধিকার নিয়ে আমরা লড়াই জারি রাখব। সে-ক্ষেত্রে তিন দলই উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করবে। আগামী দিনে ওই কমিটি জোটের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ণয় করবে। তিন দল আজ সম-মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলিকে নিঃশর্তে একত্রিত হয়ে জনজাতির কল্যাণে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে।

এদিন ফেসবুক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বনির্ভর মানসিকতাই দেশ ও রাজ্যকে আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। স্বনির্ভর মানসিকতাই দেশ ও একটি রাজ্যকে আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে। ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের জনগণকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজ শনিবার আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা মেগা ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, স্বনির্ভরতাই কোনও জাতি, কোনও রাজ্য বা দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারে। এই যোজনা জনসাধারণকে আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভর করার পাশাপাশি নানা দিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

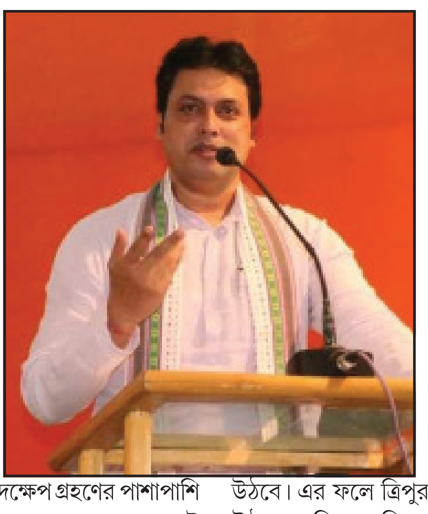

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বতন সরকার ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে কোনও প্রকার সচেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরলীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র রাজ্যে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ট্রেড প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হতো। বর্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ব্যবসায়ী, সকলের কথা ভেবে এই প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি যাদের ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে এমন ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলিকেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিমার আওতায় আনতে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। সাব্রুমের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, লজিস্টিক হাব স্থাপন ইত্যাদিকে ভিত্তি করে আগামীদিনে বহু লোকের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চিটাগাং বন্দরের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির যোগাযোগ গড়ে উঠবে। এর ফলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে ত্রিপুরা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্নদাতা হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী রূপে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীর চড়ে উদ্ধার বন্য প্রাণীর কঙ্কাল চাঞ্চল্য শান্তিরবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। নদীর চড়ে এক প্রাণীর কঙ্কালকে ঘিরে দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় ভীষণ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ওই প্রাণী কোন প্রজাতির তা এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। অনুমানের ভিত্তিতে হায়না কিংবা ঘোড়া প্রজাতির প্রাণী হতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।

আজ শনিবার দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার কাঞ্চননগরে লাউগাঙ নদীর চড়ে একটি কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় যুবক ভূবিদ্যার ছাত্র শুভ্রদীপ নন্দী প্রথম দেখেছিলেন কঙ্কালটি। তার পর তিনি নিজেই ওই কঙ্কালের পর্যবেক্ষণ করেন এবং বন দফতরকে খবর দেন। এ-বিষয়ে শুভ্রদীপ বলেন, ওই প্রাণীর দুটো চোয়ালে দাঁত রয়েছে। যা এখনও অক্ষত। তাছাড়া মেরুদণ্ডের অনেক অংশ মাটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি নিয়ে সুর চড়াল কর্মচারী ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। সপ্তম বেতন কমিশনে ত্রিপুরার সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কপালে জুটেছে ২.২৫-এর জায়গায় ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। তার বিনিময়ে জুটেনি মহার্ঘ্য ভাতা। নিয়মিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন ত্রিপুরার বিশাল অংশের শিক্ষক-কর্মচারী। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এই বিষয়গুলি তুলে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। শুধু তা-ই নয়, হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁরা বলেছেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের অসন্তুষ্ট করে প্রশাসনকে গতিশীল করা যাবে না। ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায়ের সাফ কথা, কর্মচারীদের ক্ষোভ যেভাবে বাড়ছে, তাতে যে কোনও সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। তখন সরকারের সামনে গভীর সংকট নেমে আসবে।

এদিন সমরবাবু বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে শিক্ষক-কর্মচারীদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর তারাই সর্বাধিক অবহেলিত। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ভিজন ডকুমেন্টে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ত্রিপুরায় শিক্ষক-কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন পাওয়া স্থির ছিল। কিন্তু সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনে শুধুমাত্র ২.২৫-এর জায়গায় ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কপালে জুটেছে। আবার অনেকের ভাগ্যে তাও জুটেনি। তাঁর কথায়, অধিকাংশ অধিগৃহীত সংস্থায় সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের ধাঁচে বেতন-ভাতার পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন ভাতা পরিবর্তন করা হয়নি।

সমর রায় ক্ষোভের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে গত ৩১ মাসে কোনও মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয়নি। তেমনি রাজ্যের বিশাল অংশের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করেনি ত্রিপুরা সরকার। এমন-কি, আজও বন্ধ হয়নি স্থির বেতনে চাকরি দেওয়া। বদলি নিয়েও ফেডারেশনের মহাসচিব উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩ ▫ ৪ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ১৭ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চন্দ্রালোকহীন আকাশ

ভালবাসা পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষের শরীর-মনের তীব্র আবেগ প্রকাশিত হয়। পথ সহজ না হইলে, প্রকাশ্য না হইলে ঘুরপথই বাহির করিয়া লয়। রাধার অন্তরে বা কৃষ্ণের অন্তরে ব্যথা হইলে তাঁহাদের কে-ই বা কবে আটক করিয়া রাখিতে পারিয়াছে! বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধার তিমিরাভিসারের প্রসঙ্গ সুবিদিত। অন্ধকার অমারাত্রি। চন্দ্রালোকহীন আকাশ মেঘমণ্ডিত। সহসা বিদ্যুতের স্ফুরণ হইল। শত শত বজ্র পড়িতে লাগিল। অঝোর বারিধারায় পথ পঙ্কিল। তবু রাধা অনমনীয়। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পাগলিনী। এই পথই তখন তাঁহার রাজপথ। এমন সমস্যা-সঙ্কুল পথেই যে তাঁহাকে যাইতে হইবে, তাহা তো তিনি আগেই অনুমান করিয়াছিলেন। তাই অভিসারশিক্ষার ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের অভিসারশিক্ষার পদে রাধা উঠানে কণ্টক পুঁতিয়াছিলেন। জল ঢালিয়া সেই উঠান পিচ্ছিল করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই উঠান উপরি পদ-বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোমল পদযুগল কাঁটায় রক্তাক্ত হইতেছিল, তথাপি তিনি চলিতে গিয়া থামেন নাই।

সেই রাধা-কৃষ্ণের দিন গিয়াছে। এখন প্রেম অনেক বেশি প্রকাশ্য, সমাজসংসার অনুমোদিত। প্রেমের নানা পরিষেবা দেশে-বিদেশে প্রচলিত। প্রেম যদি হৃদয়ে এমনই না আসে, তাহা হইলেও অসুবিধা নাই। দেশে-বিদেশে যুগলকে এক করিবার নানা আয়োজন। ম্যাচ-মেকিং বা ডেটিং স্থির করিবার জন্য ঝাঁপ খুলিয়া নানা সংস্থা বসিয়া আছে। আপনার শরীর ও মনের মাপমতো সহচর-সহচরী জুটিবেই জুটিবে। দারুণ অগ্নিবাণে দগ্ধ হইবার কারণ ঘটিবে না। সবই ঠিক চলিতেছিল। এমন সময়ে সহসা আসিল করোনা। প্রেমের অপেক্ষা প্রাণ যে অনেক প্রিয়তর, তাহা বোধ হইল। ইহাতে অন্যায়ের কিছু নাই। সকলেই বাঁচিতে চাহেন, প্রেমিক-প্রেমিকারাই বা চাহিবেন না কেন! তাঁহারা প্রেম ছাড়িয়া প্রাণ রাখিতে ঘরে ঢুকিলেন। শহরের বিনোদন পরিসরগুলি ফাঁকা হইল। পেয়ালা মুখরিত নিভৃত কোণগুলি জনশূন্য হইল। ভাবা গিয়াছিল, এই করাল ব্যাধি দ্রুত যাইবে। প্রেম, পরিণয় সবই দ্রুত ফিরিবে। ক্রমশ বোধ হইতেছে বিষয়টি তেমন নহে। ব্যাধি জাঁকাইয়া বসিয়াছে। অতঃপর অন্য উপায় প্রয়োজন। সে উপায় সকল ক্রমশ প্রকাশ্যে আসিতেছে। প্রেমকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে নিত্যনূতন বন্দোবস্ত ও নূতন শব্দাবলি। জাপানের নূতন শব্দ 'অন-নমি'। অর্থ অনলাইন পানীয় সেবন। পাত্র-পাত্রী বসিয়া রহিয়াছেন। পরস্পরের সম্মুখে নহে, বসিয়া রহিয়াছেন স্ক্রিনের সম্মুখে। সেখানেই মূর্ত পরস্পরের আবেগ। বাজারে আসিয়াছে নূতন টি-শার্ট। তাহা বক্ষে ধারণ করিয়াছে 'কুয়োমোসেক্সুয়াল' শব্দটি। এই অশ্রুতপূর্ব বিশেষ্য পদের অর্থ, অতিমারির সময় যে নেতা পূর্ণবাক্যে কথা বলিতে পারেন, শান্ত-শমিত কাণ্ডজ্ঞান প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার নামবাহিত একটি ব্যবহারবিধি। তাঁহার নাম হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি। অতিমারি কালে তাঁহার অনুসরণে স্ক্রিন ও দূরত্ববাহিত প্রেম-প্রণয়ে কাণ্ডজ্ঞান ও সুমিত বাক্য প্রয়োগের অধিকার অর্জন করা।

বাক্য হইয়া উঠিতেছে অসীম ক্ষমতাবান। স্বাভাবিক। পথ যত ব্যাধি-কণ্টকিত, প্রেমের উপায় ততই বিচিত্র। এই ব্যাধি-প্রবাসে মনে পড়ে, বৈষ্ণব পদাবলিতে পূর্বরাগের যে শর্তগুলি ছিল তাহার মধ্যে একটি বংশীধ্বনি শ্রবণ। দূর হইতে বাঁশি শুনিয়া রাধা প্রণয়গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এখন আবার এই ঐতিহ্য অনুসরণ করিতে হইবে। ধ্বনির স্থানে বাক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর, প্রেম বলিতে যে হেতু কেবল নর-নারীর যৌন মিলনকে বোঝায় না, তাহার নানা স্তর, নানা স্বর প্রেমের মধ্যে স্নেহ, বাৎসল্য, মায়া, মমতা সকলই রহিয়াছে প্রেমের এই বিচিত্র ক্ষেত্র টিকাইয়া রাখিবার জন্য দূর হইতে বাক্য ও দৃশ্য প্রেরণের উপরই ভরসা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বাক্যই আমাদের এ-কালের বংশীধ্বনি। বাঙালি তাই কথা বলিতে শিখিতে যত্ন করুন। দূরবর্তী সন্তান মাতা-পিতাকে যথাযথ ভাবে কথায় আশা প্রদান করুন, স্বামী বিরহিণী স্ত্রীকে সম্যক প্রণয়বাক্যে সম্ভাষিত করুন, জীবনকে মধুর রস উপহার দিন। সেই কবে কর্মযোগে স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীকে উত্তম বাক্য বলিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে বলিয়াছিলেন। এই তো সেই অনুশীলনের সু-সময়। বাক্য ব্রহ্ম, বাক্য প্রেম, বাক্যই তত্ত্বসার। বাক্যের কী অমোঘ অঘটনপটীয়সী ক্ষমতা, তাহা গীতার শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন।

নথিবিহীন মৃত্যুর নেপথ্যে করোনা পরিস্থিতি দায়ী নয়

বিবেক দেবরায়

রোজ খবরের কাগজে পড়ছি আর আতঙ্কিত হচ্ছি— করোনার দরুণ মৃত্যুর সংখ্যা আবার বেড়েছে দেশে কতজন মারা যাচ্ছে, তা কীভাবে জানা যায়? মনে হতেই পারে, এ আবার কী,ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন। হাতে 'ডথ সার্টিফিকেট এসে গেলেই তো জানা যায় আত্মীয় -পরিজনের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু শহরে বেসরকারি নাগরিকের দৃষ্টিতে প্রশ্নটা উত্তর খুজলে তো আর চলবে না। বিরাট দেশ অনেকেই ভারতের গ্রামঞ্চলে বসবাস করেন। তাই উদ্ভট প্রশ্নটা আবার করছি। সরকার কী করে জানতে পারে, দেশে কতজন মারা যাচ্ছে?

জন্ম, মৃত্যু বিবাবিচ্ছেদ---এসব হচ্ছে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস'। পাশ্চাত্য দেশে এসব (বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া) অনেক বছর ধরে নিবন্ধ করা হয়েছে চার্চের মাধ্যমে। চার্চের বিকল্প হিসাবে এখন প্রবর্তিত। আমাদের দেশের আছে সি আর এস এবং সেই সংক্রান্ত আইন। ১৯৬৯ সালে প্রণীত হয়েছিল 'রেজিস্টোর করার প্রশ্ন বহুবার উঠেছে, সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যসভা সকলেই বলেন বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তবে আইনটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এখনও আনা হয়নি। মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নচিহ্ন নেই। স্বেচ্ছায় আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু রেজিস্টার করা উচিত। ইনসিওরেন্সের টাকা পাওয়া সহজ হয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় সুগম।

ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদ ছাড়াও আছে আইনের বাধ্যবাধকতা। আইন অনুসারে মৃত্যু রেজিস্টার করার দায়িত্ব বর্তায় বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ---গৃহকর্তা, হাসপাতালে, নার্সিং হোম বা হেল্‌থ সেন্টারের অধিকারী এবং ক্রিমেশন অর বেরিয়াল গ্রাউন্ড এর রক্ষক এর উপর। এই তথ্য নিচ থেকে উপরে এগ্রিগেট করার জন্য স্থাপিত হয়েছে সরকারি আমলাতন্ত্রে নানা স্তর,। সাব রেজিস্ট্রার , স্থানীয় স্তরে রেজিস্ট্রার ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার রাজ্যস্তরে চিফ রেজিস্ট্রার এবং সর্বশেষে সর্বভারতীয় স্তরে রেজিস্ট্রার জেনারেল।

আইন আর আমলাতন্ত্রে প্রলেপ দিয়ে যদি সব সমস্যার সমাধান হত, তাহলে তো কথাই ছিল না। সংখ্যাতত্ত্বের ভাষায় সি আর এস হচ্ছে কমপ্লিট এনুমারেশন, সব

মৃত্যুর হিসাব রাখা হবে।যথার্থভাবে এটা করা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করার জন্য মাঝেমধ্যে স্যাম্পেল ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় এস আর এস হল সি আর এস -এর ভ্যালডিেশন গোছের।

আমি মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলেছি, জন্মের জন্যও এই একই নিয়ম খাটে। সেনাসাস সংস্থার ২০১১ সালের একটা রিপোর্ত থেকে কয়েকটা সংখ্যার উল্লেখ করছি। মৃত্যুর তুলনায় জন্ম অনেক বেশি নথিবদ্ধ হয়। স্পষ্টতই ডেথ সার্টিফিকেটের চেয়ে বার্থ সার্টিফিকেট বেশি আবশ্যক। ২০০২ সালে ৫২.১ মৃত্যু নথিবদ্ধ হত। ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৭.৪ শতাংশ। ১০০ শতাংশ মৃত্যু নথিবদ্ধ হয় কেরল মিজোরাম, আন্দামান এবং নিকোর, চণ্ডীগড়, দমন ও নিউ দিল্লি এবং পণ্ডিচেরি --- এসব অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গে ৬৬.৭ শতাংশ মৃত্যুর নথিবদ্ধ হয়। বলতেই পারেন, এসব ২০১১ সালের সংখ্যা। ৯ বছর কেটে গিয়েছে। অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ২০১১ সালে যেসব অঞ্চলে রেজিস্ট্রেশনের হার অন্তত ৯০ শতাংশ ছিল, তারা হয়তো আজ ১০০ শতাংশ এ পৌঁছে গিয়েছে। যথা গোয়া হরিয়ানা, হিমাচল, কর্ণাটক, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ু। কিন্তু কেই যদি বলে যে আজ পশ্চিমবঙ্গে ১০০ শতাংশ মৃত্যু নথিভুক্ত হচ্ছে, তা মানা শক্ত। আগেই বললাম, রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মৃত্যু রেজিস্টার না করলে, তা আইভঙ্গ। আইন ভাঙলে শাস্তি পাওয়া উচিত। উল্লিখিত রিপোর্টটি জানাচ্ছে, এমন শাস্তি (অর্থাৎ জরিমানা) ব্যবহৃত হয়েছে রাজস্থান, কেল ও পাঞ্জাবে। বলে রাখি, ২০১১ সালে বিহারে ২৩.৬ শতাংশ মৃত্যু নথিবদ্ধ গয়েছে।

কোভিডের প্রকোপ সম্বন্ধে অনেকে বলছেন, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। সে হিসাব রোজ বেরচ্ছে, তাতে সব মৃত্যু ধরা পড়ছে না। রাজ্যের মধ্যে তফাত আছে যেমন আগেই বলছি। তবে সর্বভারতীয় গড় হিসাবে ধরে নেওয়া যাক, এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু নথিভুক্ত হচ্ছে না। দু'টি আলাদা প্রস্তাবনার মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চিয়ই আছে, কিন্তু প্রস্তাবনা দুটো আলাদা —(১) মৃত্যু ঘটেছে, তা নথিভুক্ত হয়েছে। (২) মৃত্যুর কারণে কী, কোভিড না অন্য কিছু? মৃত্যু রেজিস্টার করার সমস্যা আছে, জানা কথা। কোভিডের দরুণ এই সমস্যাটা আরও গুরুতর হওয়ার তো কারণ দেখছি না। বরং বলব, কোভিডের দৌরাত্ম এখনও পর্যন্ত মূলত শহরাঞ্চলে, এবং রেজিস্ট্রাশনের সমস্যা মূলত গ্রামাঞ্চলে। অতএব, কোভিডের দরুণ মৃত্যু কেজিস্টার্ড হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মৃত্যু রেজিস্টার্ড হওয়ার চেয়ে বেশি। খুচরো দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু বিশেষভাবে কোভিডের দরুণ মৃত্যু রেজিস্টার্ড হচ্ছে না, এই যুক্তিটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুর কারণ কী, তা নির্ধারণ করা একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। যাতে করে প্রত্যেকটি ব্যাধিকে একটি বিশেষ কোড দেওয়া হয়। কোভিডের আবির্ভাব আকস্মিক। তাই আপাতত হু কোভিডের জন্য একটি এরারজেন্সি কোড অনুমোদন করেছে উই ও ৭ বা ভাইরাস নট আইডেন্টিফায়েড। রেজিস্ট্রা জেনারেলের অন্য একটি রিপোর্ট পড়ে দেখছিলাম এম সি সি ডি-'র উপর রিপোর্ট, ছাপা হয়েছে ২০১৭ সালে। পড়লে জানা যায় এম সি সি ডি'র প্রয়োগে প্রচুর প্রভেদ আছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে। কোথাও শুধু শহুরে অঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ হাসপাতালে এম সি সি ডি'র আওতায় কোথাও জেলা হাসপাতাল অন্তর্ভুক্ত। কোথাও প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারেও ব্যবসা চালু হয়েছে, কোথাও প্রাইভেট মেডিক্যাল ডাক্তারকেও আওতায় আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাক। ৪৬৩টি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনে আছে ইন পেশেন্ট ফেসিলিটি, কিন্তু এম সি সি ডি'র জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ১৫৩টিকে। এই ১৫৩টি মধ্যে আই সি ডি অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করেছে ৫৬টি। সর্বভারতীয় গড় হিসাবে, যা মৃত্যু নথিবদ্ধ হচ্ছে, তার মধ্যে শুধুমাত্র ২২ শতাংশ মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণটি জানতে পারছি। একমাত্র গোয়াতে ১০০ শতাংশ মৃত্যু সার্টিফায়েড। বিহারে ৬.৮ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৪.৭ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৯.৪ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ৭.১ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে ৮.৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তা ১৩ শতাংশ।

সংখ্যাগুলির পুনরাবৃত্তি করি। এক তৃতীয়াশে মৃত্যু রেজিস্টার্ড হয় না মৃত্যর (অর্থাৎ, রেজিস্টার করা ঃ ক্ষেত্রে কারণে জানি না। দু'টি সমস্যাই বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এবং বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যে। সমস্যাগুলোর কারণ কোভিড নয় এবং বিশেষ করে কোভিডের ফলে সমস্যা গর্ভন্যান্সের দুর্বলতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা কোভিডের ফলে একটু বেশি করে প্রতিপন্ন হয়েছে, এই যা, রেজিস্ট্রাশন অফ ব্যর্থস অ্যান্ড তেথস আইনটি তো ১৯৬১ সালের যে বছর মানুষ চাঁদে প্রথম বার পদার্পণ করেছিল এম সি সি ডি'র প্রয়োজন ও এই আইন প্রসূত। ৫১বছর কেটে গিয়েছে। আরও কত বছর লাগবে? (সৌজন্যে-প্রতিদিন)

অপরাধীদের এনকাউন্টার হবে
মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে হাথরসের ঘটনায় দাবী সায়ন্তনের

দুর্গাপুর, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : "প্রাথমিক কাজ হিসাবে এসপি সাসপেন্ড হয়েছে। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। অপরাধীরা এনকাউন্টার হবে।" শনিবার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার সিলামপুরে কৃষিবিলের সমর্থনে এক কর্মসূচীতে এসে হাথরসের ঘটনা প্রসঙ্গে এমনই দাবী করলেন বিজেপির রাজ্য সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলায় একাধিক ধর্ষন করে খুনের ঘটনা তুলে রাজ্যকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে কেন্দ্রের কৃষিবিল নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। ওই বিলের বিরোধীতায় রাস্তায় নেমেছে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসের মত বিরোধীদলগুলি। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ সভা, মিছিল শুরু করেছে। তার ওপর দুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের হাথরসে ঘটে যাওয়া এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা দেশ। শনিবার ওই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষিবিল ও হাথরসের ঘটনায় বিরোধীদের সাঁড়াশি চাপে গেরুয়া শিবির। যদিও কৃষিবিলের বিভ্রান্তি কাটাতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। রাজ্যজুড়ে নানান কর্মসূচীও নিয়েছে। সবমিলিয়ে করোনা আবহে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। শনিবার কাঁকসার সিলামপুরে কৃষিবিলের সমর্থনে মোটরবাইক র‍্যালি ছিল বিজেপির। এদিন বিকালে র‍্যালি শুরু হতেই পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকানোর চেষ্টা করে। র‍্যালির আগে সিলামপুরে বিজেপির রাজ্য সাধারন সম্পাদক সামিল হন। এদিন হাথরসের ঘটনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,' আমি সরকারের কেউ না হয়েও এই গ্যারেন্টি দিতে পারি। কয়েকটাদিন অপেক্ষা করুন, প্রাথমিক কাজ হিসাবে এসপি সাসপেন্ড হয়েছে। অপরাধীরা এনকাউন্টার হবে।' এরপর সেখান থেকে তিনি কাঁকসার গোপালপুরে একটি সভায় যোগ দেন। সেখানে তিনি কৃষিবিল নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিয়ে বলেন,' কৃষিবিলে কেথায় লেখা নেই কৃষকরা কিষানমান্ডি যেতে পারবে না। তবুও ভুল বোঝানো হচ্ছে কৃষকদের। এরাজ্যে কিষানমান্ডি হয়েছে। যেখানে কৃষকরা যেতে পারে না। তাহলে কেন তৈরী হল?' তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমন করে বলেন,' মান্ডিগুলো বানাতে, ইট, বালি, রং, চুন লেগেছে। আর সেই বালি সাপ্লাই দিয়েছে তৃণমূল নেতা। চুন সাপ্লাই দিয়েছে তৃণমূল কর্মী। আর নিল সাদা রং টা এসেছে ভাইপোর কোম্পানী থেকে। কিষানমান্ডি তৈরীর টাকা দিয়েছে সরকার। আর ওই টাকা এইসব চোর ছ্যাঁচড়দের কাছে গেছে।' মঞ্চ থেকে হাথরসের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সায়ন্তন বসু বলেন,' দু-চারদিন অপেক্ষা করুন, এসপি সাসপেন্ড হয়েছে। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পাবে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় হলদিয়ায় মা-মেয়েকে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এসপি সাসপেন্ড হয়নি। কামদুনির ঘটনায় ওসি সাসপেন্ড হয়নি। পার্কস্ট্রিট কান্ডে তদন্তকারী পুলিশ কর্তাকে পানিসমেন্ট পোস্টিং করা হয়েছিল। বারাসতের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী কেন বিবৃতি দেননি। বসিরহাটের ঘটনায় তিনি পদযাত্রা করেননি। কাকদ্বীপের ঘটনায় একবারও চোখের জল ফেলেননি। আজ তিনি হাথরসের নাটক করছেন।' তিনি প্রশ্ন তুলে আরও বলেন,' রাজ্যে তৃণমূলের ক্ষমতা আছে যারা এসব নারকীয় ঘটনা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার? নেই। কারন ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে। কম্বলের রোম ছাড়াতে ছাড়াতে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ

সাম্য বাঁক

ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি থাকলেও শুধুমাত্র রাসায়নিক নির্ভরতা চাষিভায়েদের আদতে ফসল উৎপাদনে পিছিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু রাজারচলতি নানাবিধ কীটনাশক রাসায়নিক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার জমির চারিত্রিক ক্ষতি করছে। রোগ পোকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এর ব্যবহার হলেও ফলপ্রসু ফলাফল সবসময় পাওয়া যাচেছ না। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের নানান ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাকে আমরা আই পি এম বলে জানি। এই পদ্ধতিতে যান্ত্রিক, পরিচর্যাগত জৈবিক আইনগত বেশ কিছু ব্যবস্থা আছে যাতে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল জমিতে গ্রীষ্মকালীন গবীর চাষ দিতে হবে। এর পর য়েটা করতে হবে তা হল জমিতে সবুজ সার ও জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ সারের জন্য আমরা বিভিন্ন ডালশস্য চাষ করতে পারি। জমিতে গোবর সার, সরিষার খেল, বাদাম খৈল প্রয়োগ করে মাটিতে চাষ দিতে হবে। চাষের এলাকা অনুযায়ী সহনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে, এক্ষেত্রে ব্রি ধান ২৭ ব্রি ধান ৩১ এবং ব্রি ধান ৩৫ প্রভৃতি প্রজাতি চিহ্নিত করতে হবে।

বীজতলা থেকে মূলজমিতে ধান রোপনের সময় সু-সংহত উপায়ে

রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু আগাম সতর্কতা নিতে হয়। প্রথমত বীজ শোধন করে নিতে হবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এরপর এটা দেখা নিতে হবে যে মূল জমি ভালো ভাবে চাষ দেওয়া হয়েছে কিনা। কারণ জমি যত ভালো করে চাষ দেওয়া হবে তত জমিতে পোকা মাকড়ের অত্যাচার কমবে। সর্বদা মাটি পীরক্ষা করার পর তবেই প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োজ থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হলে জমিতে রোগপোকা বাড়বে। এরপর আসা যাক সঠিক বয়সের চারা (ধানগাছের) নির্বাচন প্রসঙ্গে, শুধু উপযুক্ত বয়সের চারাই নয়, সঠিক দূরত্বে, সঠিক গভীরতার রোপন করতে হবে, বাদামী শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণে ৮ লাইন পর পর রোপনের পর ১ লাইন ফাঁক দিতে হবে একে বলা হয় সবসময় মাটি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে আরও একটি কাজ নিয়মিত করতে হবে তা রোপনের পর থেকে সাতদিন অন্তর বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে জমি পরিদর্শন এবং ধান গাছের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া প্রতি এক বিঘা জমিতে কমপক্ষে পাঁচটি পাখি বসা দাঁড় বসাতে হবে, এতে জমির অনেক ক্ষতিকর পোকা পাখিতে খেয়ে নেবে। জমি পরিদর্শনের সময় কোপার টিবি দেখলে তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে। জমিতে রোগ পোকার প্রমাণ পাওয়া গেলে নাইট্রোজেন চাপান সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে। রোপনের ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে জমি ঘেঁটে দিতে হবে। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে চার ফুট উঁচুতে আলোক ফাঁদ বসাতে হবে। এতে আলোর সংবেদনশীল পোকাগুলি ধরা পড়ে এবং মারা পড়ে। ফেরোম্যান ফাঁদও প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপকারী পোকামাকড় বৃদ্ধির জন্য চাষি ভায়েরা যেগুলি করতে পারেন— ধানক্ষেত্রে আলো শশা বা শিম্ জাতীয় ফসল তৈরি করতে হবে। কমিতে পরিমিত জল রাখতে হবে। ফসল কাটার পর চার পাঁচ ঘণ্টা পর জমিতে লাঙল দিতে হবে। ফসল কাটার পর আলো কিছু খড়কুটো বিছিয়ে দিতে হবে। জমিতে বাঁশের বস্টার স্থাপনের মাধ্যমে বোলতা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে। আই পি এম এর সব থেকে উপকারী দিক এতে পরিবেশ দূষিত হয় না, উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, বোলতা, মাকড়শা, লেডি বার্ড, গুই সাপ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়। কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিভিন্ন দাবিতে শনিবার আগরতলায় আমরা বাঙালির বিক্ষোভ আন্দোলন। ছবি- নিজস্ব।

বেআইনি কয়লা পাচার প্রক্রিয়ায় অসমে এক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি, সিন্ডিকেটের সর্বেসর্বা এবার শিলচরের সাংসদ, অভিযোগ প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে সাড়ে চার বছরের বিজেপি শাসনে বেআইনি কয়লা পাচার প্রক্রিয়ায় কম করেও এক হাজার কোটি টাকার সরকারি রাজস্ব মার খেয়েছে। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বরাক উপত্যকায় অবৈধ পদ্ধতিতে চলমান কয়লা সিন্ডিকেটের দায়িত্বেও এবার হাত বদল হয়েছে। কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাইকে সরিয়ে এবার সিন্ডিকেটের সাংসদ রাজদীপ রায়ই কয়লার কালা বাণিজ্য সিন্ডিকেটের সর্বেসর্বা। এভাবেই কয়লা সিন্ডিকেট-নেতার কেবল নাম ও হাত পরিবর্তন হয়েছে। গুরুতর বিস্ফোরণ করেছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার (আকসা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন, এতদিন ধরে কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই কয়লা সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে ছিলেন। এবার কেবল নেতার পরিবর্তন ঘটেছে। সম্প্রতি অসমের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী বরাকে আসার পর থেকেই কয়লা সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব পরিবর্তন করে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। মন্ত্রী ফিরে যাওয়ার পর শুধু রাতে নয় এখন দিন-দুপুরে অবাধে পাচার হচ্ছে কয়লা। প্রতি রাতে কয়লাবাহী ৬০-৭০ ট্রাক পাচার হচ্ছে। প্রত্যেক ট্রাক থেকে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে সাংসদের সঙ্গে কয়েক জন বিধায়কও সিন্ডিকেটে জড়িত রয়েছেন এবং প্রশাসনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ পুলিশের বেশ কিছু কর্মকর্তাও রয়েছেন। যাঁরা মিলে এই সিন্ডিকেটকে পরিচালিত করছেন। সাংসদ রাজদীপ রায়ের নেতৃত্বে মেঘালয় থেকে কয়লাবাহী ট্রাক বরাকে প্রবেশ করে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। কয়লা সিন্ডিকেটের ব্যবসা বরাকে আর কোনওদিন বন্ধ হবে না, আক্ষেপ করে বলেন বক্তা প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন, কংগ্রেস আমল থেকেই এ সব বেআইনি কার্যকলাপ চলছে। কংগ্রেস আমলের সিন্ডিকেটে ট্রাক থেকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হত। এখন তার দর বেড়ে উঠেছে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকায়। বিগত সাড়ে চার বছরে বিজেপির আমলে কয়লা থেকে কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব মার খেয়েছে। সরকারের এমনিতে টাকার অভাব, অতিমারি করোনার প্রকোপে আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে রাজ্য সরকার। টাকা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারও। অথচ কয়লা সিন্ডিকেটের নামে শাসক দলের নেতাদের পকেট ভারী হচ্ছে আর সরকারের রাজস্ব কামাই হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

প্রদীপ দত্তরায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, শিলচরের সাংসদ দলীয় কার্যালয়ে বসে জোর গলায় বলতে পারেন, এখন থেকে সিন্ডিকেটের এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। কেননা তিনি নাকি সব সংবাদপত্র কিনে ফেলেছেন। কয়লা সিন্ডিকেট নিয়ে বেশিরভাগ বিজেপি কর্মী ক্ষুব্ধ। এর আগে ওইসব সিন্ডিকেট নিয়ে প্রায় ১ হাজার বিজেপি কর্মী দিশপুর গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। শিলচরে এসে ওইসব বিজেপি কর্মীরা প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিন্ডিকেটের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বিজেপি কর্মীরা যেখানে সিন্ডিকেট নিয়ে কথা বলেন তার পরও কি বিশ্বাস করতে কোনও অসুবিধা আছে? প্রশ্ন তুলেছেন দত্তরায়।

উদ্বেগ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাংসদের কাছে বরাকের মানুষ অনেক প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু সাংসদ রাজদীপ ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির বিষয় ভুলে গিয়ে নিজে কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন সেটা মানুষ ভাবতেই পারেনি। একজন পুলিশ আধিকারিক কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বরাকে একটিও কয়লা সিন্ডিকেটের গাড়ি ঢুকে না। এটা তাঁর মিথ্যা কথা। আসলে ওই পুলিশ আধিকারিক নিজেই জড়িয়ে রয়েছেন কয়লা সিন্ডিকেটে। বাইরে থেকে এক নেতা এসে এই সিন্ডিকেটে যোগদান করেছেন। কয়লা সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী নেতা এখন পুরোপুরি সরগরম। কাছাড় থেকে যখন করিমগঞ্জে কয়লার গাড়ি ঢুকে তখন আরও অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। কৌশিক রাই কয়লা সিন্ডিকেট চালিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা রোজগার করেছেন। এখন আর তাঁর টাকার প্রয়োজন নেই। তাই হাত বদল করে দেওয়া হয়েছে। কৌশিকের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ বেড়ে গিয়েছিল তার জন্য রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী হাত বদল করে সাংসদের হাতে দায়িত্ব দিয়েছেন কয়লা সিন্ডিকেটের। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক মামলা ঝুলছে। সিবিআই দফায় দফায় তদন্ত প্রক্রিয়া অগ্রসর করতে একাধিকবার বরাক উপত্যকায় অভিযান চালিয়েছে। তার পরও রাজ্যে সিন্ডিকেটরাজের মাধ্যমে কয়লা, বার্মিজ সুপারি, পোস্ত পাচার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে। এ সমস্ত বেআইনি সিন্ডিকেটের অবাধ গতিবিধি বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালও বারংবার ব্যর্থ হচ্ছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় বলে মন্তব্য করেন প্রদীপ দত্তরায়।

বিহারে কংগ্রেস-আরজেডি মহাজোট ঘোষণা করল নিজেদের আসন সমঝোতা

পাটনা, ৩ অক্টোবর (হি. স.): তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বেই বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে মহাজোট। শনিবার কার্যত সাংবাদিক সম্মেলন করে এই মহাজোটের আসন সমঝোতা ঘোষণা করা হয়। এই মহাজোটের সবথেকে বড় দু'টি দল হচ্ছে আরজেডি এবং কংগ্রেস।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা অভিনাশ পান্ডে জানিয়েছেন, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এই মহাজোটকে নেতৃত্ব দেবে। তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বেই বিহার সমৃদ্ধির পথে ফিরে পাবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তেজস্বী যাদব, তেজপ্রতাপ যাদব, মনোজ ঝা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে আসন সমঝোতা ঘোষণা করেন স্বয়ং তেজস্বী যাদব। তিনি জানিয়েছেন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ৭০ টি আসনে লড়বে কংগ্রেস, সি পি আই (মার্কস্টি-লেনিনিস্ট) ১৯ টি আসন, সি পি আই (এম) এবং সি পি আই ছয়টি করে আসনে প্রার্থী দেবে। বাকি ১৪৪ আসনে লড়বে আরজেডি। যদি এর মধ্যে থেকে কয়েকটি আসন বিকাশশীল ইনসান পার্টি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা মত দলকে দেওয়া যায় তা দু-তিন দিনের মধ্যে আলোচনা করে জানিয়ে দেওয়া হবে।

এদিন তেজস্বী যাদব আরও ঘোষণা করেছেন যে বাল্মিকী নগর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী দেবে কংগ্রেস।

আসন সমঝোতায় একটিও আসন না পেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ওয়াকআউট করে বিকাশশীল ইনসান পার্টির নেতা মুকেশ সাহানি।তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তাদের দলের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।

হাথরস কাণ্ডের ঢেউ দক্ষিণ অসমের নিলামবাজারে, কংগ্রেস পুড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কুশপুতুল

নিলামবাজার (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টিকারী উত্তরপ্রদেশের হাথরস গ্রামে সংগঠিত ধর্ষণ কাণ্ড এবং পরবর্তী ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারে। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে পুলিশের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে শনিবার রাত ৭.০০টা নাগাদ নিলামবাজারে জাতীয় সড়কের ওপরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করেছে যুব কংগ্রেস।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেস সহ দলের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা ও সমর্থকরা এদিন সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নিলামবাজার এলাকার জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন যুব কংগ্রেস, সেবা দল, দলীয় সংখ্যালঘু শাখার কর্মী সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রী মোদী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নামে ”মুর্দাবাদ”, ”বিজেপি গো ব্যাক ইত্যাদি স্লোগানে উত্তাল করে তুলেন নিলামবাজার বাজার এলাকা।

শনিবার গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাথরস ধর্ষণ কাণ্ড ও পরবর্তীতে যোগী পুলিশের হাতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর শারীরিক নিগ্রহ এবং দলীয় কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস সেবাদল, যুব কংগ্রেস ও মাইনোরিটি কংগ্রেসের বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তারা।

এদিন সন্ধ্যায় নিলামবাজারে জাতীয় সড়কের উপরে বিক্ষোভ মিছিল করে তেমাথায় এসে কুশপুতুল দাহ করার মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়। প্রতিবাদী কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের উপ-সভাপতি আহমদ আলি, কংগ্রেস নেতা মহবুবুর রহমান, দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেস সভাপতি মসরুল করিম খান, যুব কংগ্রেস উপ-সভাপতি রুহেল আহমদ, কংগ্রেস সেবা দলের দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি কবির হুসেন, দলীয় সংখ্যালঘু সেলের মিডিয়া ইনচার্জ আলতাফ হুসেন, কমরুল ইসলাম খান, মিফতাজ চৌধুরী প্রমুখ।

করিমগঞ্জ বন দফতরে চলছে চরম দুর্নীতি ও নৈরাজ্য, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার তিনটি নদী কুশিয়ারা, লঙ্গাই ও সিংলা থেকে প্রতিনিয়ত শত শত গাড়ি বালু অবৈধভাবে পাচার হলেও জেলার বন কর্তা তথা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) জালনুর আলি রহস্যজনকভাবে চোখে কালো কাপড় বেঁধে রয়েছেন। অপরদিকে করিমগঞ্জ জেলার ৩৭ এবং ৮ নম্বর জাতীয় সড়ককে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিদিন লাইম স্টোন বোঝাই শত শত গাড়ি ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে পাচার হলেও ডিএফও জালনুর আলি গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে নীরব বলেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে বার বার অভিযোগ জানিয়েও বিফল হয়েছে। বরাক অর্গেনাইজেশন এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ অভিযোগ করে বলেন, ডিএফও জালনুর আলির প্রত্যক্ষ মদতেই সমগ্র জেলা জুড়ে বন, ভূমি, বালু ও লাইম স্টোন মাফিয়ারা তাঁদের রাজত্ব কায়েম রেখেছে। এমন-কি জালনুর আলির চরম অরাজকতা নিয়ে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বারবার নালিশ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। রহস্যজনকভাবে মন্ত্রীও কানে তালা লাগিয়েছেন।

মানই বলেন, জেলা বন বিভাগের চরম উদাসীনতা ও যোগসাজশের কারণে সমগ্র জেলায় সক্রিয় রয়েছে বন, ভূমি ও বালু মাফিয়াচক্র। জেলার তিনটি নদী থেকে অবৈধভাবে ব্যাপক হারে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার সিএম চালান বিহীন বালু পাচার হচ্ছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। বালু মাফিয়া চক্রের দৌরাত্মে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে বন বিভাগ। নদীতে বালু মাফিয়া চক্রের অবৈধ খননে বাড়ছে পার ভাঙনের আশঙ্কা। চালান বিহীন বালু বোঝাই লরি চলাচলে ভেঙে চৌচির হচ্ছে গ্রামীণ পূর্ত সড়কগুলি। বন মাফিয়ারা জেলার সাতটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান গাছ কেটে অসমের বিভিন্ন অঞ্চল সহ বহির্রাজ্যে পাচার করে চলছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল আজ চরম হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাধে বন ধ্বংস করে গড়ে উঠছে বড় বড় ফিশারি। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে এই প্রকৃতি বিরোধী মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবসা গ্রহণে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ডিএফও জালনুর আলি। বালু ও বন মাফিয়াদের বেলাগাম দৌরাত্মে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি রাজস্ব মার খাচ্ছে। পাশাপাশি নদীর পার ভাঙনের আশঙ্কায় ভুগছেন কুশিয়ারা, লঙ্গাই ও সিংলা নদীর উপকূলীয় জনপদের বাসিন্দারা। জেলার পরিবেশ প্রেমী মহলের দাবি, শীঘ্রই বিভাগীয় তরফে বালু মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবসা গ্রহণ করা না হলে, ভাঙনের ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠবে। আর এর জন্য দায়ী থাকবে জেলা বন আধিকারিক তথা ডিএফও জালনুর আলী। এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নিতে জেলার পরিবেশ প্রেমী সচেতন মহল বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দুদিনের সফরে মায়ানমার যাচ্ছেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.): দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিনা প্রভাব কমাতে বদ্ধপরিকর ভারত।সেই লক্ষ্যে মায়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়াদিল্লি।রবিবার দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মায়ানমার যাচ্ছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে।

দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে এই সফর বলে জানা গিয়েছে। সেনাপ্রধানের সঙ্গে যাবেন বিদেশমন্ত্রকের সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। দুই দিনের এই সফরে সেনাপ্রধান দেখা করবেন মায়ানমারে স্টেট কাউন্সিলর ড আঙাগ সান সুকি, সেদেশের সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের সঙ্গেও বৈঠকাধ ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানা গিয়েছে যে, কেন্দ্রের পূবে তাকাও নীতি এবং প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে মায়ানমারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাঙালিদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতা ও আগরতলায় মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ ‘আমরা বাঙালী’র

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি জনগণের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ ৩ অক্টোবর ‘আমরা বাঙালী’-র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতার কসবায় অবস্থিত মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়ও করেছেন ‘আমরা বাঙালী’-র কর্মকর্তারা। কলকাতায় আমরা বাঙালী-র কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব বকুল রায় সহ এক প্রতিনিধি দল মেঘালয় ভবনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে মেঘালয়ের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন। স্মারকপত্রে মেঘালয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনকারীদের শনাক্ত করে শাস্তি এবং অবিলম্বে বাঙালি নির্যাতন বন্ধের জন্য হস্তক্ষেপের দাবিতে জানানো হয়েছে। স্মারকপত্র প্রদানের পর ‘আমরা বাঙালী’-র কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব বকুল রায় বলেন, মেঘালয়ে অবিলম্বে বাঙালি জনগণের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। বাঙালিরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। অনেক প্রতিবাদ করেছেন। এবার প্রতিরোধের পালা। ‘আমরা বাঙালী’র কেন্দ্রীয় ছাত্র-যুব সচিব তপোময় বিশ্বাস বলেন, বাঙালির বুকের রক্তে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অথচ সেই ভারতের মাটি মেঘালয়ে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার তাঁদের দল সহ্য করবে না। অবিলম্বে মেঘালয়ে যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় তা হলে অগ্নিযুগের আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন নির্যাতিত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন শুভজিৎ পাল, কৌস্তুভ সাহা, দেবাশিস বিশ্বাস, গোপা শীল দেবী প্রমুখ। শিলচরে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন ‘আমরা বাঙালী’-র অসম প্রদেশ কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

ধর্ষিতার মৃতদেহপুড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মমতা, কটাক্ষ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ৩ অক্টোবর(হি. স.): পুলিশ দিয়ে জোর করে ধর্ষিতার মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সবার আগে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাথরাসে গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে কার্যত শনিবার এইভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। এদিন হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে বামেদের তরফে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। ‘নারী নির্যাতন ও জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য’ ছাড়াও অমানবিক বিজেপি প্রশাসনের ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণের প্রতিবাদে’ মৌলালি থেকে ধর্মতলা মিছিল করে বাম-কংগ্রেস।সেই মিছিল থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে বিকাশ বাবু জানান, “পুলিশ দিয়ে জোর করে ধর্ষিতার মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সবার আগে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়”। কয়েক বছর আগে জনৈক ট্যাক্সিচালকের মেয়ের ধর্ষণের ঘটনা তুলে ধরে এদিন তিনি বলেন, “সে সময় বামাদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল”। একইসঙ্গে তাঁর আরও দাবি, “উত্তরপ্রদেশের ঘটনা পরিকল্পিত ধর্ষণ। আর সে কারণেই প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে যোগী সরকার”।

রাস্তা নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মুখর নেটিজেনরা

রাজগঞ্জ, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : রাস্তা নির্মাণ নিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবিকে ঘিরে আলোড়ণ দেখা দিয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে।

গত আট বছরে রাজ্যে যে পরিমাণ রাস্তা নির্মাণ হয়েছে, তা গত একশো বছরেও হয়নি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের ধনতলায় পথশ্রী অভিযানে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই এমনই দাবি করলেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাঁর এই দাবিকে ঘিরে। ফেসবুকে পোস্ট করার পর এক দিনে শনিবার সকাল পর্যন্ত ১০০ মন্তব্য, ৭টি শেয়ার হয়েছে।

জয়ন্ত মন্ডল লিখেছেন, “১০০বছরের কথা জানি না, তবে গত ১৫ বছরে হরিহরপাড়ার রাস্তার এত খারাপ অবস্থা দেখিনি। মাইরি বলছি।“ কওসর আহমেদ লিখেছেন, “শুধু হরিহরপাড়া না, পুরো মুর্শিদাবাদের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এখনকার রাস্তার যে অবস্থা, তাকে রাস্তা না বলাই ভালোউআগে যে রাস্তা গুলো আছে ঠিক করুন। আর এখন কন্ট্রাক্টর এমন ভাবে রাস্তা করছে যে পুরো রাস্তা কমপ্লিট না হতেই আবার রাস্তা পুকুরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।“ উজ্জ্বল মন্ডল লিখেছেন, “নো বেগম।“ শান্তনু রায় লিখেছেন, “গত আট বছরে এই সরকার যত মিথ্যা কথা বলেছে তা গত একশ বছরে ভারতের কোনো সরকার বলেনি।“

দীপেন অধিকারী লিখেছেন, “দিদিকে মিথ্যা শ্রী পুরস্কার দেওয়া দরকার।“ প্রদীপ কুমার বেরা লিখেছেন, “মিথ্যা তথ্য। মানুষ কে বুঝিয়ে,প্রয়োজনে লড়াই করে, রাস্তা বামেরা করেছে। রাস্তার সংস্কার এই আমলে হয়েছে। কাটমানির জন্য, জমি অধিগ্রহণ নীতির জন্য, অনেক রাস্তা করা যায়নি,যথেষ্ট কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সত্বেও।“ স্বর্নেন্দু বেরা লিখেছেন, “আকাশ পথে না গিয়ে সড়ক পথে এদিক ওদিক গেলেই দিদি, যা বলছেন তা ঠিক কি না বুঝতে পারতেন। তিনি যাওয়ার আগে খবর হয়ে যায়, হঠাৎই সব কিছুর বদল হয়, দিদি খবরে দেখেন এক আর সরজমিনে দেখেন আরেক, ভেলকিটা দিদি বুঝেও বুঝলেন না। চোরেদের কাজ দিলেন, কাজ না করলে বাহবা দিলেন, দোষীরা সাজা পেল না। আগামী দিনে ফিরে এসে গদীতে বসা ভুলেও ভাববেন না।”

স্বপন ব্যানার্জী লিখেছেন, “সকলের আআত্মম্ভরিতা, মিথ্যাচারীতার একটা সীমারেখা থাকে, যদি না সে ইতর শ্রেণীর হয়। এই মহিলাকে যে ঠিক কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় সেটাই ভাবার বিষয়। প্রথমত জাতীয় সড়কপথগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও দায়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে যদিও বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি, যে রাজ্যের মধ্য দিয়ে এই পথ গিয়েছে সেই রাজ্য তাদের ঠিকাদারদের দিয়ে এই কাজগুলি করে থাকে। দ্বিতীয়ত প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন সড়ক যোজনায় প্রত্যেক রাজ্যের গ্রামগুলিকে প্রধান সড়কের সাথে যুক্ত করার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে। তাহলে মিথ্যাবাদী মহিলার লম্বাচওড়া ভাষণ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? তবে হ্যাঁ, মহিলা এটা দাবী করতে পারে যে তাঁর সরকার কি ভাবে সড়ক নির্মাণে লোহার রডের বদলে বাঁশের কঞ্চির ব্যবহার করতে পারে, কী ভাবে রাস্তার মাঝে মাঝে ডোবা তৈরি করে রাস্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হয়। কাটমানি কি ভাবে খেতে হয়।

অঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, “এই নাকি ৯৯ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে, আবার নতুন করে রাস্তা কিসের?পানীয় জল,সবার জন্য বাড়ি, যাতায়াতের ভালো রাস্তা, শিক্ষা ও চিকিৎসার পরিকাঠামো তো আমাদের অধিকার। এছাড়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান বাড়ানোর দিকে নজর দিন তাহলে বুঝব ১০০ু উন্নয়ন হয়েছে। রুদ্র প্রতাপ লিখেছেন, “হেলিকপ্টার না ব্যবহার করে ভোটের প্রচারে এবার রাস্তায় যান বুঝতে পারবেন। তাই মাইতি লিখেছেন, “সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিই কথা টা বলুন কেন ধোঁকা দিচ্ছেন।” হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

করোনা পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিলের আগেই জীবাণুমুক্ত হল রাজপথ

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.): রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। একাধিক সাবধানতা অবলম্বন করেও ক্রমেই সংক্রমিত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। তাও অগ্রিম সর্তকতা থেকেই শনিবার হাথরাসের দলিত ১৯ বছরের মেয়ের গণধর্ষণের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতার রাজপথে নামার আগে পুরো রাস্তা জীবাণুমুক্ত করল কলকাতা পুরসভা।

শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ উত্তরপ্রদেশের গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল। তার আগেই কলকাতা পুরসভার জীবানুমুক্ত করণের বড় কামান দিয়ে বিড়লা তারামণ্ডল থেকে মেয়ো রোড পর্যন্ত গোটা রাস্তা জীবাণুমুক্তকরণ করা হয়। কারণ ওই পথ দিয়ে হেঁটে মেয়ো রোডে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তার আগেই গোটা রাস্তা জীবানুমুক্ত করণের কাজ সারে পুরকর্তৃপক্ষ। এদিন বিকেল তিনটা থেকে বিড়লা তারামণ্ডল এর সামনে একে একে এসে ভিড় জমাতে থাকেন তৃণমূল সমর্থকরা। এরপর ঠিক ৪টে থেকে হেঁটে মেয়ো রোড পর্যন্ত পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চে উঠে গণধর্ষণ সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে বিদ্ধ করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক ছাড়াও পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ফেস্টুন ব্যানার হাতে স্লোগান তুলে প্রায় ২৩ মিনিট পথ হেঁটে ধর্মতলার মেয়ো রোডে পৌঁছয় এই প্রতিবাদ মিছিল।

এদিন মিছিলের অগ্রভাগে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেলেও তার আশেপাশে শারীরিক দূরত্ব বজায় ছিল। তবে পেছনের দিক থেকে যেখানে কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে এগিয়ে আসছিলেন সেখানে সামাজিক দূরত্ব প্রায় চোখে পড়েনি বললেই চলে। কয়েক হাজার হাজার মানুষ রাজপথে এদিনের মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন। এদিকে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির যা চিত্র তাতে আজকের মিছিলের পর সংক্রমণ ফের বাড়বে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

সংঘের কাজে মানুষের বিশ্বাস প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে : মোহন ভাগবত

জয়পুর, ৩ অক্টোবর (হি. স.): শনিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবত রাজস্থানের জয়পুরে সেবা সদনে করোনা কালে জয়পুর প্রান্ত টোলির তরফে আয়োজিত সেবা, শিক্ষা, জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলার কর্মকাণ্ড নিয়ে চর্চা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন সংঘের কাজে সমাজের বিশ্বাস প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। করোনা কালে সংঘের তরফ থেকে যে বৃহৎ সেবা কার্য চালানো হয়েছিল তাতে মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের জন্য জেলা স্তরে এবং ব্লক স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এতে করে সমাজ এবং সংঘ একই দিশায় এগিয়ে যাবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য হওয়া উচিত বলে মনে করে সরসঙ্ঘচালক জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, অভিভাবক, শিক্ষক, দান দাতাদের নিয়ে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। সামাজিক সদ্ভাব বৈঠকের মাধ্যমে দেশ আজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানের পথ বাতলাতে হবে। যুবা কার্যকর্তাদের উচিত শাখা এলাকার অন্তর্গত সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অধ্যায়ন করা। এতে ক্ষেত্র সমীক্ষাও যুক্ত করা উচিত। জয়পুরের প্রান্ত সংঘ চালক মহেন্দ্র সিংহ মেগি জানিয়েছেন, করোনা ও লকডাউনের সংঘের তরফ থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম যে করেছে তা নিয়ে এদিন চর্চা হয়েছে। সংঘের তরফ থেকে জনসেবামূলক প্রকল্প নিয়ে এ দিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তারকা হতে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন জুলিয়া

হলিউড তারকা জুলিয়া রবার্টস ঘরের কোথায় তাঁর অস্কার রেখেছেন, জানলে অবাক হতে হয়। তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে যে ঘরে পিয়ানো বাজায়, সেই ঘরে পাওয়া যাবে এই ট্রফি। অথচ এই ট্রফি অর্জন করতে জীবনের কঠিন কিছু পর্ব পেরিয়ে যেতে হয়েছে।

অস্কার জয়ের আগের কথা। তখনো হলিউডের রাস্তায় হাঁটা শুরু করেননি তিনি। কাজ করতেন একটা জুতার দোকানে। যদিও জুলিয়া হতে চেয়েছিলেন পশু চিকিৎসক। বয়স যখন পাঁচ, তখন তাঁর মা---বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। সৎবাবা ছিলেন বেকার। তাঁর একমাত্র কাজ ছিল মাতাল অবস্থায় জুলিয়ার মাকে মারধর করা। ১০ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা যান জুলিয়ার আসল বাবা। ২০০৪ সাল পর্যন্ত জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর বড় ভাই এরিক রবার্টসের। ২০১৪ সালে অতিরিক্ত মাদকের প্রভাবে মারা যান জুলিয়ার সৎবোন ন্যান্সি। সম্প্রতি এলেন ডিজেনারাসের শোতে এসে সফল এই হলিউড তারকা এক ঝলক ভ্রমণ করে এলেন ফেলে আসা দিনগুলোয়। জীবনের এত সব কঠিন পর্ব পাড়ি দিয়েই হলিউডে তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন চারবার অস্কার মনোনয়ন, বিজয়ী হয়েছেন একবার। ঝুলিতে আছে প্রাইমটাইম অ্যামি অ্যাওয়ার্ডও। নরমাল হার্ট আর হোমকামিং সিরিজ করেও মিলেছে সফলতার দেখা। অভিনয়ই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন জুলিয়া রবার্টস। তিন সন্তানের এই মা বলেন, 'আমি যখন ক্যামেরা চলা অবস্থায় একটা চরিত্রের ভেতর ঢুকে থাকি, সেটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। সেই সময়ই আমি সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকি।'

প্রিয় ব্যক্তির জন্য বাড়িতে সুস্বাদু পায়েস রেসিপি

উপকরণ ঃ- দুধ---১ লিটার, চাল---১ তাপ, ছোটএলাচ গুঁড়ো---১ চা-চাচম, গাওয়া ঘি--- ১ চামচ, তেজপাতা---২ টো, কিশমিশ, তাজুবাদাম, আমন্ড ও স্তোতুচি---১ তাপ, চিনি বা পাটালি স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ- প্রথমে চাল বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখু ন। এবার একটা পাত্রে দুধ ঢেলে গ্যাসে বসান। দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে দিন।

চাল ফোটার সময় তাতে গাওয়া ঘি ও তেজপাতা দিগয়ে মিশিয়ে দিন।

তারপর চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে এরমধ্যে স্বাদমতো চিনি বা পাটালি মেশান। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশি গিয়ে পায়েস খুব ঘন হয়ে এলে এতে কিশমিশ, কাজুবাদাম, আমন্ড ও পেস্কাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোটএলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের সময় ওপরে মেওয়াকুচি ছড়িয়ে। দিতে পারেন।

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্ক্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন।

৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন। ৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন। সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায় সহজ সমাধান

ত্বক বিশেষজ্ঞের কাছে না গিয়ে রান্নাঘরের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈলাক্ত যত্ন নেওয়া যায়।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সহজ ও কার্যকর কিছু উপায় সম্পর্কে যা তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা সমাধান করে।

ভুট্টার গুঁড়া ঃ এটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেশ কার্যকর। গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভুট্টার গুঁড়া মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর তা পুরো মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বালো ফলাফলের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করুন।

মধু ঃ ত্বকের যত্নে মধু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানা রকমের সমস্যা, অস্বস্তিকর 'ব্ল্যাকহেডস' এবং লালচে দানা ত্যিাদি দূর করতে সাহায্য করে। এটি ত্বককে টানটান করে ও আর্দ্রতা দরে রাখতে সাহায্য করে।

মুখ, গলা ও বুকে মধুর মাস্ক লাগান। শুকিয়ে গেলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর পাতলা তোয়ালে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। মধুর প্রাকৃতিকভাবে ত্বক 'এক্সফলিয়েট' করার ক্ষমতা থাকায় তা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমায়। এটি ত্বকের ছিদ্র উন্মুক্ত করে ও বলিরেখা দূর করে।

চাইলে এর পরিবর্তে, মধুর সঙ্গে কাঠবাদামের গুঁড়া মিশিয়ে তা তৈলাক্ত ত্বকের উপর মালিশ করতে পারেন। পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

টমেটোর ফেইস প্যাক ঃ এতে থাকে লাইকোপেন যা ত্বকের জন্য খুব উপকারী। এছাড়াও আছে ভিটামিন এ এবং সি যা ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। টমেটো প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল, ব্ল্যাকহেডস এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে।

একটি টমেটো অর্ধেক করে কেটে তা চটকে নিন। বীজ আলদা করতে তা ছেঁকে নিন। একটি তুলোর বল দিয়ে মুখে টমেটোর রস লাগিয়ে নিন। বাড়তি সুবিধার জন্য এতে মধু যোগ করতে পারেন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভালো ফলাফলের জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

কলার মাস্ক ঃ কলা ও মধুর মাস্ক ত্বক প্রশমিত করে। একটি কলা ও এক টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবু বা কমলার রস যোগ করুন। মাস্কটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আলতো করে মুছে ফেলুন। এই মাস্কের সঙ্গে সামান্য ময়েশ্চারাইজার মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক আর্দ্র থাকবে।

কফি ঃ কফির গুঁড়া খনিকটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে তা মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এই সুস্বাদু-সুগন্ধি স্ক্রাব তৈলাক্ত ত্বক এক্সফলিয়েট করতে বেশ কার্যকর।

বেইকিং সোডা ঃ দুতিন টেবিল চামচ জলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ বেইকিং সোডা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ত্বকে লাগান ও শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। বেইকিং সোডার আছে প্রদাহ বিরোধী ও জীবাণুনাশক উপাদান যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারী।

অ্যালোভেরা ঃ সংবেদশীল ত্বকের সুরক্ষায় অ্যালোবেড়া তিন ভাবে কাজ করে।

- মুখ ও গলায় তাজা অ্যালোভেরার জেল লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এরপর ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে বেশ উপকারী।

- অ্যালোভেরার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন। সেই জলে মধু মিশিয়ে মুখ ও গলায় লাগান। শুকিয়ে এলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তেল মুক্ত ত্বক পেতে নিয়মিত এটি ব্যবহার করুন।

-চার টেবিল চামচ অ্যালোভেরার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ ওটামিল মেশান ও ঘন দ্রবণ তৈরি করুন। এটি মুখে লাগিয়ে স্ক্রাব করুন। অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ। এবং মুখ থেকে ময়লা ও ধুলাবালি দূর করতে সাহায্য করে।

কমলার খোসা ঃ কমলার খোসা তৈলাক্ত ত্বক নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই পলের খোসা কয়েকদিন শুকিয়ে তা ভালোভাবে গাঁড়া করে নিন। তারপর জল অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। হাতে তৈরি এই প্রাকৃতিক মাস্ক ত্বকের লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত করে পরিষ্কার করে এবং এর 'অ্যাস্ট্রিনজান্ট' উপাদান ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে।

লেবু ঃ সমপরিমাণ লেবুর রস, গোলাপজল এবং গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখের ত্বকে ব্যবহার করুন। ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর তা ধুয়ে ফেলুন। এটি তৈলাক্ত ত্বকের নানারকম সমস্যা যেমন ব্রণ, ফুস্কুড়ি এবং দাগ ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে।

লেবুতে আছে জীবাণুনাশক উপাদান। তাই এটি তৈলাক্ত ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো। গোলাপ জল অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে, তাই এটি ত্বক সতেজ রাখতে পরিষ্কারক ও টোনারের মতো কাজ করে। গ্লিসারিন ত্বক ঠিক মাত্রায় আর্দ্র করে। প্রতিদিন ত্বকের যত্ন নিতে এই মিশ্রণ কাঁচের বোতলে রেখে ব্রেফ্রিজারেইটারে সংরক্ষণ করতে পারেন।

অধিক ওজনে হৃদরোগ

নতুন কে গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরে পুরুষের অধিক ওজন থাকলে, মধ্যবয়সে হৃদযন্ত্র অক্ষম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। গবেষকরা জানান, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার বড় বয়স এখন ৪৭ বছর, বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা এখন বড় হুমকি হয়ে গিয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যেসকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত (বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বিএমআই) ২০ থেকে ২২.৫ তাদের বয়স্ক অবস্থায় হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি থাকে। এই গবেষণার আরও প্রামাণিত হয় যে, মোটা পুরুষ যাদের বিএমআই ৩৫ বা তারও বেশি তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি আরও ১০ গুণ বেশি হয়। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গের অধ্যাপক আনিকা রোজেনগ্রেন বলেন, "সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য কৈশোরে শরীরে ওজন গুরুত্বপূর্ণ এবং কম বয়সে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখা উচিত। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন গবেষণায় এতদিন বলা হচ্ছিল বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকলে ওজন ঠিক আছে বলে ধরে নিতে হবে।

তবে এই পরিমাপক এককে বয়সের কথা উল্লেখ্য করা হয়নি। ফলে যারা প্রাপ্ত বয়সে এসে ওই ওজনে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাদের মধ্যেও অনেকে হৃদরোগের সমস্যায় পড়তে পারেন। অথচ তারা এতদিন নিজেদের শুকনা বলেই জানত। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার জন্য ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে, পাঁচ থেকে ৪২ বছর বয়সি ১৬ লক্ষেরও বেশি পুরুষের উপর জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা পুনর্বিবেচনার সময় দেখা যায় ৫ হাজার ৪৯২ জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোজেনগ্রেন পরামর্শ দেন, "পৃথিবীজুড়ে মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাওয়া ওজন বৃদ্ধির সম্যসা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

কম বয়সে রূপচর্চা করুন

বিশের ঘরে যাদের বয়স তাদের ত্বকে আলাদা উজ্জ্বলতা থাকে। তবে এ বয়সে অনিয়মটাও বেশি হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বক। ২০ থেকে ২৯-এর মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করার বা ব্যবহার করার আগ্রহ বেশি থাকে। তাছাড়া রাত জাগা, ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যাস, পুষ্টিকর খাবার এইড়য়ে চলা, ইত্যাদি কারণে ত্বক প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে ত্বকে ব্রণের সমস্যাও বেশি হয়ে থাকে। তাই সময় থাকতে ত্বকের যত্ন নেওয়া গেলে ত্বকে বয়সের ছাপও পড়বে দেরিতে। রূপচর্চাবিষয়কটি একটি ওয়েবসাইটে এই বয়সে রূপচর্চার কিছু দিন তুলে ধরা হয়। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ ত্বকে সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বের হওয়ার একটি বড় ভুল। এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে। তাই মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন না মেখে ঘর থেকে বাইপে পা রাখা ঠিক হবে না। আই স্ক্রিম ব্যবহার ঃ আই ক্রিমের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকেই এড়িয়ে চলেন। তবে বয়সের চাপ প্রথমেই পড়তে শুরু করে চোখের চারপাশের ত্বকে। তাই বলিরেখা এবং চোখের কালি দূর করতে আইক্রিম বা সিরাম ব্যবহার করা উচিত। ভালো মানের সিরাম ব্যবহারে চোখের ফোলাভাবও কমবে। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সিরাম ঃ শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের কেমলতা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব।

শনিবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন বাংলাদেশের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার বিক্রম দুরাই স্বামী। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে আফগানিস্তান, সুস্থতা বেড়ে ৩২,৮৪২

কাবুল, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ধীরে ধীরে করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে আফগানিস্তান। দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় কমেই গিয়েছে আফগানিস্তানে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত মোট ১,৪৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯, ২৯৭। শনিবার আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৪৬২-এ পৌঁছেছে এবং ৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩৯, ২৯৭-এ। ৩৯,২৯৭ জনের মধ্যে আফগানিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৩২, ৮৪২ জন। আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,৯৯৩ জন।

আসন্ন দুর্গা পূজায় করোনার অজুহাতে কাছাড়ের মতো করিমগঞ্জে এসওপি জারি করলে তা অমান্য করবে জেলা বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গা পূজা বাঙালি জাতির জাতীয় উৎসব। এর সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালির আবেগ জড়িত। করোনার অজুহাতে কোনও ধরনের উদ্ভট নিয়ম কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া হবে না। আসন্ন দুর্গা পূজা নিয়ে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার অন্যতম জেলা কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির জারিকৃত এক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) নিয়ে আজ এভাবেই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

শনিবার দলীয় জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত ভট্টাচার্য কাছাড়ের জেলাশাসককে একহাত নিয়ে, করিমগঞ্জের জেলাশাসককেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুব্রত বলেন, কাছাড়ের জেলাশাসক অবাঙালি, তাই তিনি এমন উদ্ভট এসওপি জারি করেছেন। করিমগঞ্জের জেলাশাসকও যদি কাছাড়ের জেলাশাসকের পথ অনুসরণ করে এ ধরনের কোনও নিয়মনীতি জারি করেন, তা হলে তা কোনও অবস্থায় মানা হবে না। সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি দুর্গা পূজা নিয়ে এ ধরনের কোনও এসওপি জারি করলে জেলা বিজেপি এর তীব্র বিরোধিতা করবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে আসন্ন দুর্গা পূজা নিয়ে এসওপি জারি করেছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। জারিকৃত তাঁর এসওপিত তিনি লিখেছেন, কোনও ধরনের প্যান্ডাল তৈরি করা চলবে না। দুর্গা প্রতিমার উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। পুজোর চারদিন দ্বিচক্র যান চলাচলেও এসওপির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কাছাড় জেলা প্রশাসন কর্তৃক এই এসওপি জারি করা নিয়েই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। আজ এ নিয়ে করিমগঞ্জের দলীয় সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কীর্তি জল্লিকে এক হাত নিয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপিকেও হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন সুব্রত। ভট্টাচার্য বলেন, করিমগঞ্জ জেলায় এ ধরনের কোনও এসওপি যেন জারি না করেন জেলাশাসক আনবামুথান। এতে জেলা বিজেপি যে কঠোর অবস্থান নেবে তা এক প্রকার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

তবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কোভিড প্রটোকল মেনে দুর্গা পূজার আনন্দ উপভোগ করতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান সুব্রত বাবু। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, প্রচার সচিব নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, দলীয় কার্যকর্তা ডা দেবতোষ পাল প্রমুখ।

ভারতের টি৯০ ট্যাঙ্ক এর কাছে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না চিনা ট্যাঙ্ক, দাবি সেনা সূত্র

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.): প্রায় পাঁচ মাস হল পূর্ব লাদাখে সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধমুখী এবং অব্যাহত। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ না হলেও থমথমে পরিবেশ গোটা পূর্ব লাদাখ। একাধিকবার কোর কমান্ডার পর্যায়ে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে বৈঠক হওয়া সত্বেও এখনো সেনা সমাবেশ হটিয়ে নেয়নি চিন। লাল ফৌজের যে কোন আগ্রাসন রুখে দিতে তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী। টি৯০, টি৭২ ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে পূর্ব লাদাখে।

শনিবার সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে যে চিনের হালকা ট্যাংক ভারতের শক্তিশালী টি৯০ ট্যাঙ্ক এর কাছে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। আগামী দিনে যদি দুই দেশের মধ্যে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয় তবে সেই যুদ্ধে প্রথম থেকে এগিয়ে থাকবে ভারত বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে ইতিমধ্যে বিপুল ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে ভারত। মনে করা হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে যদি কখনো ট্যাঙ্ক যুদ্ধ শুরু হয়, তবে তা সুউচ্চ পাহাড়ের কোলে যুদ্ধ হতে চলেছে। কৃত্তিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে যে চুমার- ডেমছকে হাল্কা টি১৫ ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে চিন। লাল ফৌজে মতে পাহাড়ি অঞ্চলের ট্যাঙ্ক যুদ্ধে হাল্কা ট্যাঙ্ক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল ঘেরা নিয়ে বিতর্কে ইতি টানতে মডেল ফেন্সিং সামনে আনল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ

শান্তিনিকেতন, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিয়ে ঘরে বাইরে চরম বিতর্কের মুখে পড়ছে বিশ্বভারতী। একদিকে আশ্রমিক অন্যদিকে বোলপুরবাসীর আপত্তিতে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠল বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ। এবার মডেল ফেন্সিং সামনে আনল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যাতে পাঁচিল বিতর্কের ইতি হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

পৌষ মেলার মাঠ ঘেরার মডেল।কি সেই মডেল? যেখানে থাকছে উপাসনা গৃহের দরজার আদলে ফেন্সিং- এর উপরের দিক টি , দেওয়ালে থাকছে রবীন্দ্র স্নেহ ধন্য শিল্পী সুরেন করের করা দেওয়াল অলঙ্কার। মাঠের এপার ওপার দেখার সুযোগ। মাটির উপরে আড়াই ফুটের দেওয়াল। অলঙ্কারের এখানেই শেষ নয়। দেওয়ালের মাঝে একফুট উপরে থাকছে গ্রিলের কলকা। যাতে মাঠের সবুজ ঘাস পথ চলতি মানুষ সহজেই দেখতে পায়। দেওয়ালের উপরে থাকছে লহোর ফেন্সিং। যার মাথায় থাকছে গম্বুজ আকৃতির উপাসনা গৃহের মডেল। শান্তিকেতনের ঐতিহ্য মেনে প্রাথমিকভাবে আড়াই ফুটের দেওয়ালের উপরে ৫ ফুট উঁচু লহোর ফেন্সিং দেওয়া হবে। শান্তিকেতনে ইন্টারন্যাশনাল বয়জ হোস্টেলের সামনে পৌষমেলার মাঠে গায়ে তৈরি হয়েছে এই মডেল ফেন্সিং। আড়াই ফুট দেওয়ালের মধ্যে থাকলে অলঙ্কার। দেওয়ালের রঙ কেমন হবে তাও দেখানো হয়েছে। মাঠে ঢোকার জন্য মোটে ৮ টি গেট থাকবে। প্রায় চার সপ্তাহ সময় লাগবে। আনুমানিক খরচ ৫০ লক্ষ টাকার বেশি।ইতিমধ্যেই উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী কর্ম সমিতি সদস্য সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা, মাঠ ঘেরার ফেন্সিং মডেল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিন সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। উপাচার্য মশাই আমাকে আমাকে সঙ্গে করে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেন্সিং এর মধ্যে শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্য পুরোপুরি বিদ্যমান। আমার আশা সকলেই এই ফেন্সিং দেখে খুশি হবেন।' প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ওই মাঠের গেট খোলা হবে আমজনতার জন্য। ইতিমধ্যেই কলা ভবনের শিল্পী অধ্যাপক দের কাছে ফেন্সিং কে আর ও নান্দনিক করার জন্য পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ দের মতামত ও নেওয়া হচ্ছে ফেন্সিং নিয়ে।বিশ্বভারতীর আশা এই মডেল সামনে এলে পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল বিতর্কের অবসান হবে।

মাঠ ঘেরা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন আশ্রমিক রবীন্দ্র পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর।তিনি বলেন,' বিচারকরা সব দিক ভেবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। পাঁচিল নয় ফেন্সিং হচ্ছে আমার কোন আপত্তি নেই।ফেন্সিং নান্দনিক হলে আর ভালো হবে।' গত সোমবার থেকে (ছয় দিন হল) মেলার মাঠে ফেন্সিং তোলার কাজ শুরু করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে নিজেদের নিরাপত্তা কর্মীদের রেখে কাজ শুরু করেছেন। বিশ্বভারতী সুত্রে খবর, সমস্যা এড়াতে দ্রুত শেষ করা হবে ফেন্সিং দিয়ে মাঠ ঘেরার কাজ।। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী দু''সপ্তাহ পর কমিটির সদস্যরা আবার শান্তিনিকেতনে আসতে পারেন। সেই সময় কমিটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক করবে , মেলার মাঠ সাধারণ মানুষ কীভাবে এবং কখন ব্যবহার করতে পারবেন।

তবে ফেন্সিং মডেল নিয়ে উল্ট কথা বলছে পৌষ মেলার মাঠ বাঁচাও কমিটি। ইতিমধ্যেই ভুবন ডাঙার রাস্তায় মঞ্চ করে বিক্ষোভ কর্ম সূচী পালন করছে কমিটি। কমিটির সদস্য তথা বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুনীল সিং বলেন, 'মেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়ার বিপক্ষে আমরা। এবং তা রবীন্দ্র আদর্শের পরিপন্থী।তাই ফেন্সিং হোক আর যাই হোক আমরা তার বিরুদ্ধে।' অবশ্য এই ইস্যুতে সাবাধনী মন্তব্য করেছে অনুব্রত মণ্ডল এবিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দিয়েছেন তিনি।। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। তাই কোন মন্তব্য করব না। আগে যা বলেছি। বলেছি।'

প্রসঙ্গত গত ১৭ আগস্ট মেলার মাঠে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিয়ে উত্তপ্ত হয় শান্তিনিকেতন। পৌষ মেলার গেট ভেঙে তাণ্ডব চলে রাজনৈতিক মদতে, বলে বিশ্বভারতী তরফে অভিযোগ ওঠে ।ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে কলকাতা হাইকোর্ট । সেই কমিটির সদস্যরা ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীতে আসেন সেখানকার ছাত্র, আশ্রমিক, স্থানীয় মানুষ, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু, সেদিনের বৈঠকে সুরাহা মেলেনি। বরং, কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ব্যবসায়ী সমিতি বৈঠক বয়কট করে। বিশ্বভারতীর যুক্তি হাইপাওয়ার কমিটির অনুমোদন মত তারা ফেন্সিং কাজ শুরু করেছে । বিশ্বভারতী ইতিমধ্যেই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, উচ্চ আদালত নিয়োজিত চার সদস্যের কমিটির ধ্বংস প্রাপ্ত গেটের পুনর্নির্মাণ চলছে। এবং জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে কার্যকরী করতে পৌষ মেলার মাঠের পূর্ব দিক ফেন্সিং দিয়ে ঘেরার কাজ চলছে।

দাসত্ব থেকে কৃষকদের মুক্তি দিয়েছে নতুন কৃষি আইন : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.): বহু দশকের পুরনো দাসত্ব থেকে কৃষকদের মুক্তি দিয়েছে নতুন কৃষি আইন।কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পরিসরও তৈরি করেছে এই আইন।শনিবার নতুন কৃষি আইনের সপক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য, শিল্প এবং রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

এদিন পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইন কৃষকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।কৃষকরা যাতে নিজেদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় তাও নিশ্চিত করবে এই আইন। নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমে যে সংস্কার কৃষিক্ষেত্রে হয়েছে তা আগামী দিনে "গেম চেঞ্জার" বা নির্ণায়ক হয়ে উঠবে।এতে করে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা কেন্দ্র দিয়েছে। উৎপাদন খরচের দেড় গুণ বেশি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য রাখা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি কম থাকা সত্বেও ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আগেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। সঠিক মূল্যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়, সঠিক ব্যক্তির কাছে নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার ক্ষমতা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। বিগত ছয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ২০ গুণ বৃদ্ধি করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলি।এর পাল্টা তথ্যমূলক বিবৃতি দিলেন পীযূষ গোয়েল। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

'বিজেপি নেতারা চূড়ান্ত কাপুরুষ', হাথরস কাণ্ডে তোপ নুসরতের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : এবার বিজেপি নেতাদের 'কাপুরুষ' আখ্যা দিলেন বসিরহাটের সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত জাহান। শনিবার টুইটারে 'বিজেপি হটাও বেটি বাঁচাও' হ্যাশট্যাগ দিয়ে নুসরত লেখেন, "বিজেপি নেতা মানেই চূড়ান্ত কাপুরুষ! যে সংখ্যক মহিলা এবং দলিতদের নির্যাতন আপনার শাসনকালে হয়েছে, তা আর কতদিন লুকিয়ে রাখবেন নরেন্দ্র মোদিজি? আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব।" হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ডে উত্তাল সারা দেশ। ঘরে বাইরে চাপের মুখে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার। আন্দোলনের পথে নেমে পড়েছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মৌনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ।

হাথরাসের প্রতিবাদ সভাতেও কৃষি বিল নিয়ে সরব মমতা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাসের দলিত ১৯ বছরের মেয়ের গণধর্ষণের প্রতিবাদে শনিবার কলকাতার রাজপথে নেমে ফের একবার কেন্দ্রের কৃষি বিল নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে দূর্গা পূজার নিয়ম বিজেপিকে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ উত্তরপ্রদেশের গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল থেকে হেঁটে মেয়ো রোড পর্যন্ত পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চে উঠে গণধর্ষণ সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে বিদ্ধ করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক ছাড়াও পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ফেস্টুন ব্যানার হাতে স্লোগান তুলে প্রায় ২৩ মিনিট পথ হেঁটে ধর্মতলার মেয়ো রোডে পৌঁছয় এই প্রতিবাদ মিছিল।

এদিন মঞ্চ থেকে কৃষি বিল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মমতা জানান, 'জোর করে কৃষি আইন পাশ করিয়েছে কেন্দ্র। সব কৃষকদের লুটে নেবে। আলু, ডালু, চাল, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নয়। দুর্ভিক্ষ আসছে। বিজেপি জমানায় দেশে বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে'। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের আরও অভিযোগ, 'কোনও গণতন্ত্র নেই দেশে। এজেন্সিরাজ চলছে। কারও জীবনের সুরক্ষা নেই। নিরাপত্তা নেই। ঘরে বসে ভাষণ দিচ্ছে। ভুয়ো খবর এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শুধু প্রচার হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে বড় মহামারী বিজেপি। ভোট আসলেই বাবুদের টনক নড়ে। আর তখন বেরিয়ে পড়ে। ভোটের আগে এজেন্সিকেও টাকা পাঠান আপনারা। নির্বাচন আসলেই ছয়ের পাতায়

দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধির জন্য মডেল আইটিআই গড়বে কেন্দ্র : জি কিষাণ রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৩ অক্টোবর (হি. স.): দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কৌশল এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র সরকার। সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলা হবে মডেল আইটিআই। প্রতিটা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দশ কোটি টাকা। শনিবার হায়দরববদে মাল্লেপল্লীতে একটি মডেল আইটিআই এর উদ্বোধন করে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

এদিন জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, দেশের আইটিআই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মডেল আইটিআই কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়েছে। এই মডেল আইটিআই কেন্দ্রগুলোতে কোম্পানি এবং শিল্পে চাহিদা অনুযায়ী পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মডেল আইটিআই গড়ে তুলতে প্রতিটা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাত কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র এবং বাকি তিন কোটি টাকা দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। দেশজুড়ে প্রায় ১৫ হাজার মডেল আইটিআই গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে এবং দেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও কৌশলী করে তুলতে হবে।

অসম পুলিশের ৫৯৭টি এসআই পদে লিখিত পরীক্ষা আগামী ২২ নভেম্বর

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের ৫৯৭টি সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের জন্য আগামী ২২ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের পুলিশ নিয়োগ পর্ষদের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর এই পদে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন সকালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে ১৫ মিনিটের মধ্যেই এসআই পদে আয়োজিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল।

এর পর খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ নিয়োগ পর্ষদ কর্তৃক প্রার্থীদের অভয় দিয়ে বলা হয়েছে, রাজ্য পুলিশে নিয়োগের সমগ্র পক্রিয়া পরিষ্কার এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত করা হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ পরে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দিয়ে জানানো হবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের।

প্রসঙ্গত, অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা দিন ২০ সেপ্টেম্বর সকালে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর গত ২৭ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেছেন পুলিশ নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার জন্য নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন চেয়ারম্যান প্রদীপ। এর পর ওই পদে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে নিয়োগ করেন গৃহ তথা মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখন পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। তবে ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্ত কুমার দত্ত এখনও ফেরার। তিনি নেপালে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন বলে সিআইডি সূত্রের খবর।

রাহুলের হাথরাস সফরকে কটাক্ষ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.): রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হাথরাসে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। শনিবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, কংগ্রেসের রণকৌশল নিয়ে সচেতন সাধারণ মানুষ।সেই কারণে ২০১৯ সালের সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ঐতিহাসিকভাবে জয়যুক্ত হয়েছে। নিগৃহীতার জন্য বিচারের জন্য নয় রাজনীতি করতে হাথরাস গিয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে উত্তরপ্রদেশ ধরে ক্রমাগত বিক্ষোভ-সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস।গত বৃহস্পতিবার হাথরাসে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু তাদের মাঝ রাস্তাতেই আটকে দেয় পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার /শুভঙ্কর / কাকলি

অসম : কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে বিজেপিকে কেউ রুখতে পারবে না, দাবি দেবব্রতের

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে কোনও রাজনৈতিক দলই বিজেপিকে সরকার গঠনে প্রতিহত করতে পারবে না। তাৎপর্যপূর্ণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়া।২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে রাজ্যের সব কয়টি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি তথা দলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসকে ছেড়ে অসমে বিজেপিকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। গুরুত্বপূর্ণ এই মন্তব্য করে দেবব্রত শইকিয়া প্রত্যেক দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন। অসমে বিজেপির রাজনৈতিক মজবুত অবস্থানকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে বিরোধী দলনেতার দাবি, কংগ্রেসকে ছেড়ে একক শক্তিতে বিজেপিকে পরাস্ত করা অসম্ভব।

দেবব্রত বলেন, অসমে সম্প্রতিককালে একাধিক আঞ্চলিক দল গঠন হয়েছে এবং একই সঙ্গে দু-একটি দল নিঃশেষও হয়েছে। গতকাল অখিল গগৈয়ের কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রস্তাবিত দলও আত্মপ্রকাশ করেছে। দেবব্রত শইকিয়া আরও বলেন, এই সব সংগঠন আঞ্চলিক দল গঠন করে মূলত বিজেপি দলের অপশাসন এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করছে বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিগত নির্বাচনগুলোতে বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন করে সংগঠিত দলসমূহের এ সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। রাজনৈতিকভাবে এর ফলাফল যা-ই হোক না-কেন, কংগ্রেস বিজেপির অপশাসন এবং তাদের অসম-বিরোধী নীতিসমূহের সঙ্গে কখনও আপস করেনি এবং করবে না বলে বিরোধী দলনেতা শইকিয়া জোরের সঙ্গে বলেন। তিনি বলেন, বিজেপি গত নির্বাচনের আগে ক্ষমতা দখলের জন্য অসমের জনগণকে অসংখ্য ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভুয়ো স্বপ্ন দেখিয়ে ভোট আদায় করে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু সরকার গঠনের পর মুহূর্তে তাদের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি কার্যসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ সব ঘটনাবলি বর্তমানে রাজ্যের জনগণ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। জনগণ এখন অসমে অ-বিজেপি সরকার চাইছেন। তাই প্রত্যেক দল সংগঠনকে পুনরায় আহ্বান জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নিয়ে অসমের বৃহত্তম স্বার্থে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলে বিজেপিকে প্রতিহত করা সম্ভব, নইলে নয়, বলেছেন শইকিয়া।

কংগ্রেসকে বিজেপির সঙ্গে একই সারিতে রাখার যে প্রবণতা রয়েছে কোনও কোনও দল বা সংগঠনের তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেবব্রত। তিনি বলেন, বিজেপি এবং কংগ্রেসের মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্যই ২০১৮-১৯ সালে বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লোকসভায় অনুমোদন করিয়ে নিলেও রাজ্যসভায় কংগ্রেসের প্রবল প্রতিবাদে এই বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস বারবার দাবি করছে, এই আইন অসম তথা অসমিয়া জাতির পরিপন্থী। যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ঘটনা এবং অসমের ইতিহাসকে সাক্ষী করে কংগ্রেস সর্বদা জনগণের পক্ষে ছিল এবং আগামীদিনেও জনগণের পাশে থাকবে বলে দাবি করেন দেবব্রত শইকিয়া।

শনিবার নারী সংক্রান্ত অপরাধের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের অনশন আন্দোলন আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে সোমবার থেকে অসমে অনির্দিষ্টকালের 'চাক্কা বন্ধ'

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজপথে চলবে না বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী গাড়ি। বিভিন্ন দাবির আদায়ের লক্ষ্যে সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থা ৫ অক্টোবর থেকে চাক্কা বন্ধ-এর ডাক দিয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার-র সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপে সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাস এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'করোনা পরিস্থিতে সরকারের জারিকৃত লকডাউনের সময় আমাদের ট্যাক্স রেহাই দিতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কেননা, যেহেতু ৫০ শতাংশ যাত্রী বহণের কথা বলা হয়েছিল, তাই আমাদেরও ৫০ শতাংশ কর রেহাই দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। গত ছয় মাস আমরা সড়কে গাড়ি বের করিনি। তবু বিমার টাকা শোধ করেছি। তাই আমাদের বিমার সময়ও ছয়মাস বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি।'

তাছাড়া প্রদীপ দাস আরও বলেন, 'যেখানে-সেখানে টোলগেট বসিয়ে যাত্রীবাহী গাড়ি মালিকদের ওপর হ্যামারিং করা হচ্ছে। এই সব টোলগেটের মাদ্যমে চরম অরাজকতা চলছে।' তাঁর অভিযোগ, 'গুয়াহাটি থেকে বাইহাটা চারিআলি যেতে হলে ১৩৫ টাকা করে নেওয়া হয়। অন্য জেলা থেকে আগত যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ৫৩৫ টাকা করে নেয় টোলগেট কর্তৃপক্ষ। এ কেমন বিচার?' প্রশ্ন তুলে সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাস আরও জানান, ৫০ শতাংশ যাত্রী বহণে অনুমতি যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমন যাত্রীভাড়া ৫০ শতাংশ বেশি করে নিতেও অনুমতি দিতে হবে।

এই সব সমস্যা সমাধানের দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র পরিবহণ কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। 'রবিবার (৪ অক্টোবর)-এর মধ্যে যদি আমাদের দাবিগুলি কর্তৃপক্ষ না মানে তা হলে সোমবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চাক্কা বন্ধ রাখতে বাধ্য হব। এই সময়কালে যাত্রীবাহী গাড়ির চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে।'

২০ বেড়ে বাংলাদেশে মৃত্যু ৫,৩২৫ জনের, সুস্থতা ২,৮০,৬৯

ঢাকা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে আরও ২০ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। নতুন করে ২০ জনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত মোট ৫,২৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৮২ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৬৭,৫৬৫-এ পৌঁছেছে। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫,৩২৫-এ পৌঁছেছে এবং ১,১৮২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৬৭, ৫৬৫-এ।

বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৪৪২ জন। ৩ অক্টোবর পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৮০,৬৯ জন। গোটা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ৯,৩১২টি। আগের নমুনা-সহ মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৯,৫৫৪টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮০৫টি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

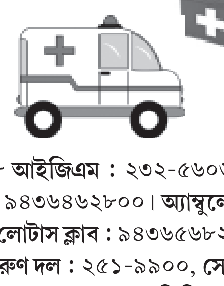

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাথরাসের গণধর্ষণের প্রতিবাদে রাজপথে মমতা, নিশানা করলে বিজেপিকে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাসের দলিত ১৯ বছরের তরুণীর গণধর্ষণের প্রতিবাদে শনিবার কলকাতার রাজপথে নেমে কার্যত নাম করে বিজেপিকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'দেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই। একনায়কতন্ত্র চলছে বিজেপির আমলে। রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে যাচ্ছে দেশ।'

শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল থেকে হেঁটে মেয়ো রোড পর্যন্ত পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চে উঠে গণধর্ষণ সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে বিদ্ধ করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক ছাড়াও পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ফেস্টুন ব্যানার হাতে স্লোগান তুলে প্রায় ২৩ মিনিট পথ হেঁটে ধর্মতলার মেয়ো রোডে পৌঁছয় এই প্রতিবাদ মিছিল।

এদিন মঞ্চ থেকে হুংকার দিলেন মমতা জানান, 'দাঙ্গা গন্ডগোল বাজাতে চাইছে বিজেপি। গ্রামে এক কিমি আগে আমাদের প্রতিনিধিদের আটকে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে চলবে। দলিত সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, কৃষকদের অধিকার যেভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তার লড়াই চলবে'। মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, 'একটা মেয়ের উপর অত্যাচার করল তাতে মানুষ বিচার আশা করে। কিন্তু দেখা গেল বাড়ির লোককে আটকে রেখে যোগী সরকার রাতের অন্ধকারে বডিটাকে জ্বালিয়ে দিল। নির্বাচন আসলে বাবুদের টনক নড়ে তখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পয়েন্ট নিয়ে পথ বেরিয়ে পড়ে'।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,""'আজ উত্তরপ্রদেশেই নয়, সারা জায়গায় এ জিনিস চলছে। দিল্লিতে কত লোক মারা গিয়েছিল। কত দেহ জলাশয়ে পড়েছিল! কেউ জানে? আমরা বলতে গেলেই বলবে, ও তো মুসলমানদের তোয়াজ করে। আমি সংখ্যালঘুর পাশে দাঁড়াই। শিখ-খ্রিষ্টান, আদিবাসীদের পাশে আছি। আমাদের জাতি মানবিক'।

দিল্লির হিংসায় সুবিচার হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, ""'কাকে বলবেন? কোথায় বলবেন? দিল্লিতে দাঙ্গায় এত লোক মারা গেল, বিচার হল'? তাঁর কথায়, 'হিন্দুরা বিপদে পড়লে জিজ্ঞেস করো না, মমতা তোমার টাইটেল কী? তোমরা কে? সবার টাইটেল নিয়ে খেলা করবে""। বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে মমতার মন্তব্য, উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টারে কত লোক মারা গেল। কত সাংবাদিক মারা গিয়েছে, কত লোককে হরিয়ানা, দিল্লিতে মেরেছে। কেউ বিচার পেয়েছে? বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে। সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে।""

সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'এখন মানুষের জীবনের কোন ভরসা নেই জীবনের নিরাপত্তা নেই। আর ফেক নিউজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজি, গান্ধিজি এরা কেউ আর আইকন নয় আজকে দেশের সবথেকে বড় বড় মহাপুরুষ বিজেপি হয়ে গেছে'। এরপরেই মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'বিজেপি তোমার বন্দুককে ভয় পাই না। তোমার গুন্ডা পার্টিকে ভয় পাইনা'।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার হাথরাসে নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। পুলিশি বাধায় সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে রীতিমত আহত হন ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ জনা কয়েক সাংসদ। রেহাই পাননি মহিলা কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মমতা বালা ঠাকুরের মত সাংসদরাও। তার বিরোধিতাতেই আজ প্রতিবাদে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা ব্যানার্জী, রাহুল গান্ধীরা কোন রাজনীতি করতে চান, প্রশ্ন রন্তিদেবের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : হাতরসের ঘটনার প্রতিবাদের জেরে তৃণমূল-কংগ্রেস-বামেদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

রন্তিবাবু শনিবার বলেন, হাতরসের ঘটনার প্রতিবাদে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নামছেন। হাতরসের ঘটনা নিন্দনীয় এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সকলেই নিন্দা করবেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কেন পার্ক স্ট্রিটের ঘটনায় তদন্তকারী অফিসার দময়ন্তী সেনকে কেন সরিয়ে দিয়েছিলেন? কেন ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন? তাঁর রাজ্যে যখন কামদুনির মত ঘটনা ঘটেছিল, কেন তিনি অন্য রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন? তাঁর রাজ্যে কী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি? সেগুলো নিয়ে তিনি কতটা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন? বলতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"

রন্তিদেববাবু অভিযোগ করেন, হাতরসের ঘটনায় যখন রাহুল গান্ধী বলছেন, ছুটে যাচ্ছেন হাতরসে, নাটক করছেন রাস্তায়, সেই সময় কংগ্রেস-শাসিত রাজস্থানে তিনটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কেন সেখানে যাননি রাহুল গান্ধী? মমতা ব্যানার্জী এবং রাহুল গান্ধীরা কোন রাজনীতি করতে চান? যাঁরা আজ হাতরসের ঘটনার প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের শাসনেও ধর্ষণ হয়েছে। "

রন্তিদেববাবু বলেন, "বামফ্রন্ট আমলে বানতলার ঘটনা ঘটেছে। বিরাটিতে ঝুপড়িবাসী মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। তাঁদের চরিত্র নিয়ে বাম নেত্রী শ্যামলী গুপ্ত কটাক্ষ করেছিলেন। সেই বামেরাও আজ হাতরস নিয়ে কথা বলছে। আমি ভাল, তুমি খারাপ এই কথাটা ঠিক নয়। আসলে রাজনীতিকে হাতিয়ার করে এই ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা কন্যাদের দাবার বোড়ে করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নামছেন। এর চেয়ে ঘৃণ্য, লজ্জাজনক, নক্কার রাজনীতি আর হয় না। বরং দাবি করুন, প্রতিটি ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। ধর্ষকের ধর্ম বিচার না করে এই শাস্তি দাবি করুন। তা না করে কেবল দলিত, এই আবেগকে উস্কে দিয়ে রাজনীতি করাটা নিন্দনীয়, অন্যায়। এই ঘৃন্য রাজনীতি বন্ধ করুন। নির্যাতিতা কন্যারা সমাজের কাছে নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা চান। রাজনীতির দাবার বোড়ে হতে চান না।" রন্তিদেববাবু বলেন, "মমতা ব্যানার্জী এবং রাহুল গান্ধীরা যদি মনে করেন লাঞ্ছিতা কন্যাদের দাবার বোড়ে করে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করবেন, তাহলে সমাজ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবে। আগেও করেছেন, ভবিষ্যতেও করবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিট-এর তদন্ত সম্পূর্ণ, মিডিয়াকে হাথরাস-নির্যাতিতার গ্রামে যাওয়ার অনুমতি

হাথরাস, ৩ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাথরাসে নির্যাতিতার গণ-ধর্ষণ ও মৃত্যু মামলায় তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর। তাই শনিবার থেকেই নির্যাতিতার গ্রামে সংবাদ মাধ্যমকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। তবে, সংবাদ মাধ্যমের ৫ জনের বেশি কর্মী গ্রামে যেতে পারবেন না, যেহেতু ওই গ্রামে সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। শনিবার সদর এসডিএম প্রেম প্রকাশ মীনা জানিয়েছেন, হাথরাস নির্যাতিতা তরুণীর গ্রামে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সংবাদ মাধ্যমকে। ওই গ্রামে বিশেষ তদন্তকারী দলের তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। মিডিয়ার উপর লাগু থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে, সংবাদ মাধ্যমের ৫ জনের বেশি কর্মী গ্রামে যেতে পারবেন না, যেহেতু ওই গ্রামে সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে।

এসডিএম আরও জানান, "এই মুহূর্তে শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যম এই মুহূর্তে নির্যাতিতার গ্রামে যেতে পারবে। প্রতিনিধি দল যাওয়ার অনুমতি মিললেই, সবাইকে তা জানানো হবে।" অভিযোগ উঠছে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের ফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা বাড়িতেই তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে এসডিএম জানান, "সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।"

সবকিছুতেই টেক্কা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী, কটাক্ষ বাবুলের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর(হি. স.): রাজ্য কেন্দ্রের সংঘাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এবার সিনেমা হল খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। সিনেমা হল খোলার বিষয়ে রাজ্য-কেন্দ্রকে টেক্কা দিচ্ছে বলে এদিন টিপ্পনী কাটেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে বাবুল সুপ্রিয় লেখেন, 'এটা টেক্কা দেওয়ার রাজনীতি। সবকিছুতেই টেক্কা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই নির্দেশেও সেই টেক্কা দেওয়ার রাজনীতি। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটাকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির বাইরে রাখতে পারছেন না'।

একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন্দ্রের নির্দেশিকা জারি আগেই কেন রাজ্য সিনেমা হল খুলে দেওয়ার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানালেন? বাবুল বাবু আরও লেখেন, তিনি সিনেমা জগতের একজন সদস্য হওয়ার দরুন সিনেমা হল খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারছেন। কিন্তু সিনেমাহল তড়িঘড়ি করে খুলে দিলে সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

সেপ্টেম্বরের শেষ শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন, পয়লা অক্টোবর থেকে সিনেমাহল থিয়েটার সহ সবধরনের বিনোদন মঞ্চ খুলে যাচ্ছে। ৫০ জন দর্শক নিয়ে সিনেমা হল চালু হবে এবং প্রত্যেককে মাস্ক এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এর পরেই আনলক পর্বের পঞ্চম পর্যায় শুরু হওয়ার আগেই কেন্দ্রের যে নির্দেশিকা আসে তাতে দেখা যায় পয়লা অক্টোবর নয় বরং ১৫অক্টোবর থেকে সিনেমা হল খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

অটল সুড়ঙ্গপথ সৈনিকদের জন্য উৎসর্গ : রাজনাথ সিং

মানালি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মানালির রোহতাঙে নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম "অটল সুড়ঙ্গ" দেশের সৈনিকদের জন্য উৎসর্গ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার সকালে ৯.০২ কিলোমিটার লম্বা এই অটল সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন হওয়ার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, এই টানেল সীমান্ত রক্ষাকারী সৈনিকদের জন্য উৎসর্গ করা হচ্ছে। মূলত সেনাবাহিনীর পরিবহণের জন্য এই টানেলের পরিকল্পনা করা হলেও, পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষরাও এই টানেল ব্যবহার করতে পারবেন।

এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, আনুমানিক ব্যয়ের মধ্যেই অটল টানেলের নির্মাণকাজ শেষ করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। সীমান্ত রক্ষাকারী সৈনিক এবং সীমান্তবর্তী এলাকার কাছে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের জন্য এই সুড়ঙ্গপথ উৎসর্গ করা হচ্ছে। লাদাখে মোতায়েন ভারতীয় সেনারা এই সুড়ঙ্গ থেকে প্রচুর উপকার পাবেন। শুধু জোজিলা পাস নয়, এখন এই নতুন রুটেও সেনাবাহিনীর পণ্য সরবরাহ করা হবে এবং শীতকালে রসদ সরবরাহ এবং অস্ত্র সরবরাহ করা আরও সহজ হয়ে যাবে।

যোগী

● প্রথম পাতার পর

২৪ ঘন্টায় আরও চার জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমণে ২৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৬.৬৯ শতাংশ। অন্যদিকে সুস্থতার হার ৮০.৬২ শতাংশ। তবে, মৃতের হার প্রায় একই জায়গায় রয়েছে। বর্তমানে মৃতের হার ত্রিপুরায় ১.০৯ শতাংশ।

ভারপ্রাপ্ত

● প্রথম পাতার পর

উপর হামলা করার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ দাবির তালিকা নিয়ে প্রতিনিধি দল ভারপ্রাপ্ত ডিজিপির সাথে সাক্ষাত করেছেন। আমরা বিজেপি-আইপিএফটি দল ক্ষমতায় আসার পর গত ৩১ মাসে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ হস্তান্তর করেছি। আমরা বিরোধী দলকে কর্মসূচি ও সমাবেশ করতে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে, আগরতলার বাইরে আন্দোলনের সময় এমএলএ, সংসদ সদস্যদের মতো দলের কর্মীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছি। এছাড়া সিপিআইএম প্রতিনিধি দল ভারপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধানকে জানিয়েছিলেন যে মোট ১৪ জন সিপিআইএম দলের কর্মী নিহত হয়েছেন এই একত্রিশ মাসে।

এডিসি

● প্রথম পাতার পর

লাইভে প্রদ্যুৎমাণিক্য বৃহত্তর জোটের ডাক দিয়েছেন। জনজাতিদের স্বার্থে বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তোলা উচিত বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, সময় এসেছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে জাতির কল্যাণে কাজ করে দেখাতে হবে। তাতে শুধু রাজনৈতিক দলই নয়, বিভিন্ন সংগঠনও অংশীদার হতে পারবে।

নদীর

● প্রথম পাতার পর

নীচে। তিনি বলেন, কঙ্কালটির শুধু চোয়াল এক ফিট দীর্ঘ। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, প্রাণীটি অনেক বড় আকারের ছিল। অবশ্য ওই প্রজাতির প্রাণী ত্রিপুরায় লুপ্তপ্রায় বলে মনে করছেন তিনি।

তাঁর দাবি, আজ সকালে নদীর চড়ে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে কঙ্কাল দেখতে পেয়েছিলাম। তার পর ওই কঙ্কালটি কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর সমস্ত বিষয় বন দফতরকে জানিয়েছি। এখন বন দফতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

শান্তিরবাজার মহকুমা বন আধিকারিক টেলিফোনে জানিয়েছেন, কঙ্কাল দেখে কোন প্রজাতির প্রাণী বলা মুশকিল। তাই, নমুনা পরীক্ষার জন্য পশুদের ফরেনসিকে পাঠানো হবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় পশুদের ফরেনসিক নেই। তাই নমুনা দিল্লিতে অবস্থিত বন্যপ্রাণী ইনস্টিটিউটে পাঠানো হবে। সে মোতাবেক সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এদিন শুভ্রদীপ জানিয়েছেন, কঙ্কালটি হায়না প্রজাতির প্রাণীর হতে পারে। তবে শান্তিরবাজার মহকুমা বন আধিকারিক দাবি করেছেন, এই কঙ্কালটি খচ্চরেরও হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এদিকে, কঙ্কাল উদ্ধারের খবর চাউর হতেই উৎসুক মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে ওই কঙ্কাল দেখার জন্য ভিড় করছে। বন দফতরের আধিকারিকরা ওই কঙ্কাল নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

আটের পাতার পর

নেওয়া ও বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার আমদানি-রপ্তানি আরও বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যে টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাক্ষাৎকারকালে আগরতলা- আখাউড়া রেলপথের বাংলাদেশের দিকের রেলপথ নির্মাণের কাজ দ্রত সম্পন্ন করা, বিলোনীয়া-ফেণী রেলপথটি মিটারগেজ থেকে বডগেজে রূপান্তর করা ও বাংলাদেশে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানির বিষয়ে যে বিধিনিষেধ রয়েছে তা নিরসনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনারকে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিলোনীয়া-ফেণী রেলপথটি চালু হলে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা উভয়েই লাভবান হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের সময় রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কাজ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রকের বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে আমার অনুরোধ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পড়ুয়াদের অটল টানেলের কেস স্টাডি করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কীভাবে এই সুড়ঙ্গ তৈরি হল তা জানা উচিত পড়ুয়াদের।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ২০০২ সালে এই টানেলের অ্যাপ্রোচ রোডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন অটলজি। ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত সুড়ঙ্গের ১,৩০০ মিটার পর্যন্ত কাজ এগিয়েছিল। ২০১৪ সালের পর অভূতপূর্ব গতিতে এই প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। এদিন রোহতাঙে অটল সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন করার পর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে সিস্সু পর্যন্ত যান প্রধানমন্ত্রী। সিস্সুতে টানেলের উত্তর প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী পতাকা নাড়ার পর ১৫ জন যাত্রীবোঝাই একটি বাস গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

নামগোত্রহীন নেতারাই আজ বদলির তালিকা তৈরি করছেন। বদলি নীতি না মেনে যেমন-খুশি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, শিক্ষা দফতরের সাম্প্রতিক বদলির তালিকায় গুরুতর অসুস্থ শিক্ষক, অবসরের দোরগোড়ায় রয়েছেন এবং অবসরে গিয়েছেন তাঁদেরও নাম রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাদ যাননি চাকরিচ্যুত শিক্ষকরাও।

তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কর্মচারীদের অসন্তুষ্ট করে প্রশাসন গতিশীল রাখা সম্ভব নয়। তেমনি, শিক্ষকদের উন্নত বেতনক্রম না দিয়ে তাঁদের নিয়মনীতি ছাড়া বদলি করে গুণগত শিক্ষা পাওয়াও অসম্ভব বলে দাবি করেন তিনি। সাথে তিনি ত্রিপুরা সরকারকে সতর্ক করে বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাতে, যে কোনও দিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। তখন, সরকারের সামনে গভীর সংকট নেমে আসবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিক রাজ্য সরকার। নইলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া আগামী দিনে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গড়ে তোলার স্বপ্ন যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মানুষকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ৫০ হাজার বর্গা চাষিকে ভরতুকিতে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নতুন করে ৩০ হাজার জনকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা সব-কা সাথ স-বকা বিকাশের প্রতিফলন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। করোনা আবহের মধ্যেও ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সরকার। সাবমেরিন ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দশ দফা

● প্রথম পাতার পর

সহমত পোষণ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান বিহারের নির্বাচনকে কিভাবে করা হয় সেটা অনুসরণ করে রাজ্য এ ডি সি নির্বাচন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী সাথে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠকের পরে এমনটাই জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। এদিন প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ দেববর্মা, প্রদেশ কংগ্রেসের আহবায়ক হরেকৃষ্ণ ভৌমিক প্রমূখ।

স্থায়ী

● প্রথম পাতার পর

নেই, মুখ্যমন্ত্রীকে সে বিষয়ে আমাদের সমস্যা নিয়ে অবগত করেছি।

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী আজ আমাদের সমস্ত সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। আউটসোর্সিং নিয়ে নতুন করে ভাববেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। পাশাপাশি, আগামী মাস দুয়েকের মধ্যে আমাদের স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্ত বিষয় দেখেছেন। তাতে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী, খুব শীঘ্রই আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধান হচ্ছে।

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

আটের পাতার পর

রাস্তায় পুলিশের নৈশ প্রহরী থাকার সত্বেও কি করে রাতের নিশিকুটুম্বরা বার বার চুরি সংঘটিত করে পার পেয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে ব্যাবসায়ী মহলে। আবারও রাজ স্টুডিও নামে একটি দোকানে হানা দিয়ে চুরি করলো মোবাইল , ডিজিটেল ক্যামেরা , পেনড্রাইভ সহ দোকানের অন্যান্য জিনিসপত্র ও নগদ আড়াই হাজার টাকা। বছর দেড়েক আগে এই দোকানে চুরি হয়। সেই সময় পুলিশ মামলা হাতে নিলেও চোরের হদিস পায়নি পুলিশ। পুলিশকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ স্টুডিও নামক একটি দোকানে আবারো শুক্রবার গভীর রাতে হানা দিল নিশি কুটুমের হায়নারা। স্টুডিও দোকান হলেও জেরক্সের পাশাপাশি মোবাইল সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স জিনস ছিল দোকানে। দোকানের মালিক সৌরভ দত্ত শনিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দোকানের বেড়ার টিন কাটা দেখে টের পায়। সাথে সাথে বিলোনিয়া থানাতে খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসে , সব কিছু দেখে চুরির মামলা হাতে নেয়। দোকানের মালিক সৌরভ দত্তের দাবি আনুমানিক দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি হয়।

হলে মেগা শিবির

আটের পাতার পর

পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলাল দেবনাথ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি সকলের সামনে উপস্থাপন করেন ও আগামীদিনে এই প্রকল্পের আওতায় এসে সুযোগ সুবিধা গ্রহনের জন্য ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের বিশেষ আহব্বান জানান।

করলো এক ব্যক্তি

আটের পাতার পর

উনার পরিবারে লোকজন বাড়ীর পাশ্ববর্তী একটি রাবার বাগানে উনার ঝুলন্ত দেহ দেখতেপায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায় খবরদেয়। ঘটনার খবরপেয়ে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। অবশেষে পুলিশ আজ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছেন পারবারিক কলহের জেরে এই আত্মহত্যা।

বিল নিয়ে সরব মমতা

পাচের পাতার পর পাকিস্তান, পুলওয়ামা, যুদ্ধর কথা আসে। তারপর রেল, বিএসএনএল বেচে দেন। সব বিক্রি করে দেন। ৫-৬ বছর অনেক সহ্য করেছি'।

এর পরেই যোগীর রাজ্যে কেন দুর্গা পুজো করতে বাধা দেওয়া হয়েছে সে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কয়েকদিন আগে বলেছিল মমতা দিদি দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মীপুজো কেন করতে দেন না? মমতাদি কখনও মন্দির, মসজিদ, গির্জা নিয়ে রাজনীতি করে না। সমস্ত মানুষের পাশে থাকা আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব'। একাধিক ইস্যুর পাশাপাশি এদিন ফের একবার জিএসটি নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

দিল্লি অধিনায়ককে ১২ লাখ রুপি জরিমানা

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে হারের হতাশা তো আছেই, সঙ্গে জরিমানাও গুনতে হচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারকে। মন্থর ওভার রেটের কারণে তাকে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে।এক বিবৃতি দিয়ে মঙ্গলবার আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রথম ইনিংস শেষ করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ২৩ মিনিট বেশি লেগেছে দিল্লির।ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়াস। হায়দরাবাদ ২০ ওভার খেলে ৪ উইকেটে করে ১৬২ রান। জবাবে ১৪৭ রানে থামে দিল্লি।এদিন ব্যাট হাতেও ব্যর্থ ছিলেন দিল্লির অধিনায়ক। ১৫ রানে হারার ম্যাচে শ্রেয়াস করেন ২১ বলে ১৭ রান।

উজ্জীবিত ফুটবলে সিটিকে রুখে দিল লিডস

দারুণ এক গোলে ম্যাচের শুরুতে দলকে এগিয়ে দিলেন রাহিম স্টার্লিং। পিছিয়ে পড়ে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালো লিডস ইউনাইটেড। উজ্জীবিত ফুটবলে করতে থাকল একের পর এক আক্রমণ। এদেরসনের ভুলের সুযোগে মূল্যবান একটি পয়েন্টও তুলে নিল দীর্ঘ ১৬ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা দলটি। লিডসের মাঠে শনিবার স্থানীয় সময় বিকেলের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। লিডস পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন রদ্রিগো।সময়ের অন্যতম সেরা কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা ও তার কোচিং ক্যারিয়ারের প্রেরণা মার্সেলো বিয়েলসার দলের মধ্যে লড়াইটা বেশ আলো ছড়ালো। প্রথম দিকে ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে খেলা সিটি খেই হারিয়ে ফেলে বিরতির আগে। দ্বিতীয়ার্ধের তাদের ওপর চেপে বসে লিডস।ম্যাচ শেষের হিসেবে সিটি বল দখলে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও লক্ষ্যে শট নেওয়ায় অনেকটাই এগিয়ে লিডস। বিয়েলসার দলের নেওয়া ১২ শটের সাতটিই ছিল লক্ষ্যে, সেখানে সফরকারীদের লক্ষ্যে শট ২৩টির মধ্যে মাত্র দুটি।ম্যাচের শুরুতে চাপ বাড়ানো সিটি চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো। তবে বাঁ দিক থেকে নেওয়া কেভিন ডে ব্রুইনের ফ্রি-কিক পোস্টে বাধা পায়।গোলের জন্য তাদের অপেক্ষা অবশ্য দীর্ঘ হয়নি। সপ্তদশ মিনিটে ডি-বক্সে বল ধরে আড়াআড়ি গিয়ে ডান পায়ের জোরালো শটে গোলররক্ষককে পরাস্ত করেন স্টার্লিং।আট মিনিট পর ভালো একটি সুযোগ পেয়েছিল লিডস। তবে স্টুয়ার্ট ডালাসের প্রচেষ্টা দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন গোলরক্ষক এদেরসন।প্রথমার্ধের শেষ ১০ মিনিটে বল দখলে রেখে আক্রমণে ওঠার যে ফুটবল শুরু করে লিডস, দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় তা ধরে রাখে তারা।বিরতির ঠিক আগে সমতাও টানতে পারতো স্বাগতিকরা। বাঁজামাঁ মঁদির হারানো বল ধরে ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে শট নেন লুক এইলিং। দ্রুত এগিয়ে এসে আবারও রুখে দেন সিটির ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক।৫৯তম মিনিটে এদেরসনের ভুলেই গোল হজম করে সিটি।

কর্নার থেকে উড়ে আসা বল পাঞ্চ করতে গিয়ে ঠিকমতো পারেনিন তিনি। ছোট ডি-বক্সের মুখে জটলার মধ্যে বল পেয়ে জালে ঠেলে দেন গত মাসে ভালেন্সিয়া থেকে আসা রদ্রিগো।মুহূর্তের ওই ব্যর্থতা পেছনে ফেলে ৭০তম মিনিটে অসাধারণ সেভে দলকে সমতায় রাখেন এদেরসন। রদ্রিগোর হেড দারুণ নৈপুণ্যে কোনোমতে ঠেকান তিনি, বল তার হাত ছুঁয়ে লাগে ক্রসবারে।

অল্পের জন্য ''দিল্লি জয়'' হল না নাইটদের

দিল্লির কাছে থমকে গেল কলকাতার জয়ের ধারা। শনিবার শারজায় রেকর্ড রান তাড়া করতে নেমে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ১৮ রানে হার হজম করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আগের দু'' ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কেকেআর এদিন টস জিতে ঐতিহাসিক শারজা স্টেডিয়ামে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ২২৯ রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে, তা ভাবতে পারেননি নাইট অধিনায়ক।কয়েকদিন আগে এই মাঠেই কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২২৪ রান করে ম্যাচ জিতেছে রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে শেষরক্ষা হল না কলকাতা নাইট রাইডার্সের। রেকর্ড রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো না-হলেও শুভমন গিল ও নীতিশ রানার ব্যাটে ম্যাচে ফিরেছিল কলকাতা। দ্বিতীয় উইকেটে ৬৪ রানের পার্টনারশিপে লড়াই জারি রেখেছিল নাইটরা। কিন্তু ফর্মে থাকা গিলকে ফেরান অমিত মিশ্র। তারপর ম্যাচ জাঁকিয়ে বসে দিল্লি।রানা এক প্রান্ত আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলতে থাকলেও অন্য প্রান্তে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে কলকাতা। ৩৫ বলে ৫৮ রানের (চারটি চার ও চারটি ছয়) ইনিংস নাইটদের লড়াই জারি রাখতে সাহায্য করে। তারপর সপ্তম উইকেটে ইয়ন মর্গ্যান ও রাহুল ত্রিপাটির ৭৮ রানের ঝোড়ো পার্টনারশিপে ম্যাচে ফেরে কেকেআর। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ১৭তম ওভারে স্টওনিসের বিরুদ্ধে ২৪ এবং ১৮তম ওভারে রাবাদা''র বিরুদ্ধে ২৩ রান নিয়ে ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখছিল কেকেআর। কারণ শেষ দু''ওভারে জয়ের জন্য কেকেআর-এর দরকার ছিল ৩১ রান। ক্রিজে তখন মর্গ্যান ও ত্রিপাঠি।কিন্তু ১৯তম ওভারে নর্টজের তৃতীয় ডেলিভারিতে মর্গ্যান আউট হওয়ার পর কেকেআর-এর আশা শেষ হয়ে যায়। ওই ওভারে মাত্র ৫ রান খরচ করে মর্গ্যানের উইকেট তুলে নিয়ে দিল্লিকে ম্যাচ জেতান নর্টজে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২৬ রান করা ছিল অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান তোলে কলকাতা। মর্গ্যানের ১৮ বলে ৪৪ (পাঁচটি ছয় ও একটি চার) এবং ত্রিপাঠির ১৬ বলে ৩৬ রান (তিনটি ছয় ও তিনটি চার) নাইটদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে। একই সঙ্গে ক্যাপ্টেন দীনেশ কার্তিকের অফ-ফর্ম চিন্তায় রাখছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে।এর আগে প্রথমে ব্যাট করে শুরুটা দারুণ করেছিল দিল্লি। শিখর ধাওয়ান ও পৃথ্বী শ ওপেনিং জুটিতে ৫৬ রান তোলে। ধাওয়ান ১৬ বলে ২৬ রান করে বরুণ চক্রবর্তীর বলে ডাগ-আউটে ফিরলেও দুরন্ত ব্যাটিং প্রদর্শন করেন পৃথ্বী। ৪১ বলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন তরুণ এই ওপেনার। ধাওয়ান আউট হওয়ার পর পৃথ্বী ও ক্যাপ্টেন শ্রেয়াস আইয়ার দ্বিতীয় উইকেটে ৭৩ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে বড় রানে পথে এগিয়ে দেন। পৃথ্বী আউট হওয়ার পর আইয়ার ও ঋষভ পন্ত দু''জনে মিলে কেকেআর বোলারদে নিয়ে ছেলেখেলা করেন। মাত্র ১৭ বলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩৮ রান করেন পন্ত। স্টাইক-রেট ২২৩.৫২।এর পর ২০২০ আইপিএলে তাঁর সেরা ইনিংসটি খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালস ক্যাপ্টেন শ্রেয়াস আইয়ার। ৮৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন আইয়ার। ৩৮ বলের ইনিংসে হাফ-ডজন ছয় ও সাতটি বাউন্ডারি হাঁকান দিল্লি অধিনায়ক। আগের ম্যাচগুলিতে বড় রান না-পেলেও এদিন চেনা ছন্দে দেখা গেল আইয়ারকে। ক্যাপ্টেনের ব্যাটে ভর করে শেষ পাঁচ ওভারে ৭৭ রান তুলেছিল দিল্লি। আইয়ার, পৃথ্বী ও পন্তের ব্যাটে ভর করে ২০ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৮ রান তুলেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ম্যাচের সেরা দিল্লি ক্যাপ্টেন শ্রেয়াস আইয়ার।

অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছেন জোকোভিচ

আরও একবার আগ্রাসী পারফরম্যান্সে নিজেকে মেলে ধরলেন নোভাক জোকোভিচ। দানিয়েল এলাহি গালানকে উড়িয়ে ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।প্যারিসের রোলাঁ গারোঁয় শনিবার কলম্বিয়ার গালানকে ৬-০, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারান ১৭ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জোকোভিচ। আসরে এখনও কোনো সেট হারেননি এই সার্বিয়ান তারকা।এই নিয়ে টানা ১১ বার ফরাসি ওপেনের শেষ যোলোয় উঠলেন ৩৩ বছর বয়সী জোকোভিচ। কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ১৫তম বাছাই রাশিয়ার কারেন কাচানোভের মুখোমুখি হবেন তিনি।চলতি বছর এখনও কোনো ম্যাচে হারেননি জোকোভিচ। ২০১৬ সালে ফরাসি ওপেন জিতে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পূর্ণ করা এই তারকা গত ইউএস ওপেনে শেষ ষোলোর ম্যাচে দুর্ঘটনাক্রমে লাইন জাজকে বল দিয়ে আঘাত করে ডিসকোয়ালিফাইড হয়েছিলেন।

করোনা আক্রান্ত লিভারপুল তারকা

লন্ডন, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : এবার করোনা আক্রান্ত লিভারপুল ক্লাবের দ্বিতীয় ফুটবলার উইঙ্গার সাদিও মানে। ইতিমধ্যেই তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর সেরে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দিনকয়েক আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ক্লাবের নবাগত থিয়াগো আলকান্তারা।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি শেয়ার করে নেন ফুটবলার। তিনি লেখেন, 'আমার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তবে আমি সুস্থ আছি। শরীরে বিশেষ উপসর্গও নেই। শীঘ্রই আমি কোয়ারেন্টাইন এবং সেরে ওঠার সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করব।' পাশাপাশি করোনাকে জয় করে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন মানে।

ফরাসি ওপেনের শেষ ষোলোয় পৌঁছালেন শীর্ষ বাছাই সিমোনা হালেপ

প্যারিস, ৩ অক্টোবর (হি.স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমান্দা আনিসিমোভাকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের শেষ ষোলোয় পৌঁছালেন শীর্ষ বাছাই সিমোনা হালেপ।

গত বছর ফরাসি ওপেনে তার শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শেষ আটেই থামিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ বছর বয়সী এক মার্কিন বিস্ময়। এবার তার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিলেন মেয়েদের শীর্ষ বাছাই সিমোনা হালেপ। তৃতীয় রাউন্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমান্দা আনিসিমোভাকে সরাসরি ৬-০, ৬-১ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন রুমানিয়ার এই তারকা। সহজ জয়ে হালেপের সঙ্গী হয়েছেন তৃতীয় বাছাই এলিনা সভিতোলিনা। পুরুষ এককে রুডকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছেন এবারের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন ডমিনিক থিম।

গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে সপরিবারে নিহত আফগানিস্তানের ক্রিকেট আম্পায়ার বিসমিল্লাহ জান শেনওয়ারি

কাবুল, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আফগানিস্তানের নানগারহারের গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে সপরিবারে নিহত হয়েছেন আফগানিস্তানের জনপ্রিয় ক্রিকেট আম্পায়ার বিসমিল্লাহ জান শেনওয়ারি।

শনিবার বিকালে আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের ঘানিখিল জেলায় একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণে শেনওয়ারির পরিবারের সাত সদস্যসহ মোট ১৫ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নানগারহারের গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ খোগ্যানি।

শনিবার দুপুরে পূর্বাঞ্চলীয় নানগারহার প্রদেশের ঘানিখিল জেলায়, জেলা গভর্নরের কম্পাউন্ডের কাছে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় কমপক্ষে ৩০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নানগারহার প্রাদেশিক কাউন্সিলের এক সদস্য বলেছেন, হামলায় নিহতদের মধ্যে অন্তত আটজন বেসামরিক সদস্য রয়েছেন। তাঁদের স্নগেই সপরিবারে নিহত হয়েছেন আফগানিস্তানের জনপ্রিয় ক্রিকেট আম্পায়ার বিসমিল্লাহ জান শেনওয়ারি। বিসমিল্লাহ জান শেনওয়ারি ২০১৭ সালে আম্পায়ার হিসেবে অভিষেকেরপর থেকে ৬টি ওয়ানডে ও ৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন।

The Empowered Officer, TRRDA, PWD(PMGSY), 7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building,Agartala, Tripura invites sealed tender(s) on behalf of Governor of Tripura against press MCP No : 11/1,:0/T12121)A/ 2020-21 date:01.10.2020. For **Construction of Road & CDs of PMGSY Works including 5 years performance based maintenance activity,**
Package No: TR-04-132
Wii1i Estimated cost: a) Construction Rs. 294.66 Lakh
b) Maintenance Rs. 47.74 Lakh
Earnest money : Rs.5.89 Lakh
For details please visit.: **www.pmgsytenderstrp.gov.in**
ICA-C/1748/20
Empowered Officer
Tripura RRDA, PWD (PMGSY)
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building,Agartala

ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের সকল শ্রেণির কার্ডধারী ভোক্তা সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থায় অক্টোবর ২০২০ ইং মাসে বরাদ্দ বিভিন্ন রেশন সামগ্রীর পরিমাণ ও দাম নিম্নরূপ হবে ঃ-

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	প্রতি মাসে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে সরবরাহের পরিমাণ	মূল্য
১)	চাউল (অন্ত্যোদয়)	কার্ড প্রতি ৩৫ কেজি হারে	২.০০ টাকা প্রতি কেজি
২)	চাউল (প্রায়োরিটি গ্রুপ)	জন প্রতি ৫ (পাঁচ) কেজি হারে (কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই)	২.০০টাকা প্রতি কেজি
৩)	চাউল (এ.পি.এল + ডিজার্ভিং এ.পি.এল + ডিজার্ভিং এ.পি.এল-১)	জন প্রতি ৫ (পাঁচ) কেজি হারে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) কেজি	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৪)	PMGKAY-চাউল (অন্ত্যোদয়+প্রায়োরিটি গ্রুপ)	স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত জন প্রতি ৫(পাঁচ) কেজি হারে (কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই)	বিনামূল্যে
৫)	PMGKAY-ছোলা (অন্ত্যোদয়+প্রায়োরিটি গ্রুপ)	কার্ড প্রতি ১(এক) কেজি	বিনামূল্যে
৬)	মসুর ডাল (এ.পি.এল+ ডিজার্ভিং এ.পি.এল + ডিজার্ভিং এ.পি.এল-১+ অন্ত্যোদয়+ প্রায়োরিটি গ্রুপ)	কার্ড প্রতি ১(এক) কেজি	৪৫.০০ টাকা প্রতি কেজি
৭)	আটা	জন প্রতি ১(এক) কেজি হারে	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৮)	চিনি	কার্ড পিছু ১(এক) কেজি হারে	২৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৯)	প্যাকেট লবন	মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম	৭.০০ টাকা প্রতি কেজি
১০)	কেরোসিন	রাজ্যে সকল ভোক্তারা মাথাপিছু ৬০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন। একমাত্র আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় এ.পি.এল, ডিজার্ভিং এ.পি.এল, ডিজার্ভিং এ.পি.এল-১ কার্ডধারী ভোক্তাগণ মাথাপিছু ৬০০ মিলিলিটার কেরোসিন পাবেন। আগরতলা পুর এলাকার অন্ত্যোদয় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপ ভুক্ত কার্ডধারীরাও মাথাপিছু ৫৫০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন।	২৪.৬০টা প্রতি লিটার (আগরতলা পুর পরিষদের ৮ কিমি এলাকার মধ্যে। পরবর্তী প্রতি কিমির জন্য অতিরিক্ত ২ পয়সা হারে) তাছাড়া, অন্যান্য মহকুমায় দূরত্ব অনুযায়ী পরিবহণ খরচ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ দাম নির্ধারিত করে থাকেন।
১১)	ময়দা (এ.পি.এল+ ডিজার্ভিং এ.পি.এল + ডিজার্ভিং এ.পি.এল-১+ অন্ত্যোদয়+ প্রায়োরিটি গ্রুপ)	কার্ড প্রতি ২ (এক) কেজি	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
১২)	সুজি (অন্ত্যোদয়+ প্রায়োরিটি গ্রুপ)	কার্ড প্রতি ৫০০ গ্রাম	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি

ভারত সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী **"এক দেশ এক রেশন কার্ড"** সুবিধার আওতায় **এন.এফ.এস.এ** কার্ডধারী পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের যে কোনো রেশন দোকান থেকে মাসিক বরাদ্দের খাদ্যশস্য (চাল) আধার প্রমাণিকরণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া রাজ্যের সমস্ত ভোক্তাগণ তাদের সুবিধা অনুযায়ী নিজ নিজ রেশন দোকান ছাড়াও প্রয়োজন মতো রাজ্যের যে কোন রেশন দোকান থেকে আধার প্রমাণিকরণের মাধ্যমে চাল, চিনি, ডাল এবং লবণ সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় এন.এফ.এস.এ কার্ডধারীদের বিনামূল্যে প্রদত্ত চাল, ছোলা সরবরাহের ক্ষেত্রেও পোর্টেবিলিটির সুবিধা চালু করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সব ভোক্তাগণ বিগত সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের চিনি, ডাল এবং প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে প্রদত্ত ছোলা রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেনি, তারা অক্টোবর ২০২০ মাসে তা সংগ্রহ করতে পারবেন। রেশন সংগ্রহ করার সময় ডিলার কর্তৃক প্রদেয় সামগ্রীর রশিদ আদায় এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভোক্তা সাধারণদের অনুরোধ করা হচ্ছে। রেশন সংগ্রহ ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/খাদ্য দপ্তরের নিঃশুল্ক ফোন নম্বর - ১৯৬৭, ১৪৪৪৫ অথবা ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫ এর মাধ্যমেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

স্বাঃ- (তপন কুমার দাস)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

ICA-D/588/20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

নারী সংক্রান্ত অপরাধের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলির সমাধানের বিষয়ে আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় দু'জনের মধ্যে বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের চা বাংলাদেশে রপ্তানি করার বিষয়ে বিক্রম দোরাইস্বামীকে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের চায়ের গুণগতমান ভালো হওয়ায় এবার কলকাতার বাজারে নিলামে ২৭৬ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের গর্ব আনারসকে বাংলাদেশের বাজারে রপ্তানির বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাবমে নির্মীয়মান বিশেষ অর্থনৈতিক অ'লে বাংলাদেশের উদ্যোগীরা যাতে ফল প্রক্রিয়াকরণের মাল্টি ইউনিট স্থাপন করতে এগিয়ে আসে সে বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগীদের উৎসাহ প্রদানের প্রয়াস নেওয়ার জন্য বিক্রম দোরাইস্বামীকে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যৎ রয়েছে, যা শিল্প স্থাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রাজ্যে আনারস, কাঁঠাল, কাজবাদাম পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেগুলিকে ভিত্তি করে ফল প্রক্রিয়াকরণের শিল্প ইউনিট স্থাপনে বাংলাদেশের উদ্যোগীদের আগ্রহী করার প্রয়াস নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দর খুলে যাওয়ার ফলে ত্রিপুরা থেকে বেশি লাভবান হবে বাংলাদেশেরই। কারণ এই বন্দরের মাধ্যমেই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্য পরিবহণ করা হবে। তাতে বাংলাদেশের জনগণের রোজগারের বড় একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের সরকারের সামনে তুলে ধরার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনারকে অনুরোধ জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশের রামগড় থেকে চিটাগাংবন্দর পর্যন্ত সিঙ্গেল রোডটিকে প্রশস্ত করার কাজটিও যাতে দ্রত শেষ করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনারকে অনুরোধ জানান।

সাক্ষাৎকারকালে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রসিদ্ধ হস্ততাঁত শিল্প, বাঁশবেত শিল্প এবং রাবার শিল্পের বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হস্ততাঁত শিল্প, বাঁশবেতের শিল্পের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য বাংলাদেশে আরও প্রচারের লক্ষ্যে স্টল তৈরি করে প্রদর্শনী করার জন্য উদ্যোগ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলোনীয়াতে বাম যুব সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ অক্টোবর।। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন সহ ৯ দফা দাবিতে বিলোনিয়াতেও প্রতিবাদ সংগঠিত করলো বামপন্থী দুই যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই - টি ওয়াই এফ। শনিবার দুপুরে ৯ দফা দাবি সম্বলিত প্লেকার্ড বুকে নিয়ে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে শ্লোগানের মধ্য দিয়ে দাবি তূলে প্রতিবাদ জানায় ডি ওয়াই এফ আই - টি ওয়াই এফ। বামপন্থী দুই যুব সংগঠন্যডি ওয়াই এফ আই - টি ওয়াই এফ এর আয়োজিত এই দিনের প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয় বিলোনীয়া শহরের জগন্নাথ বাড়ী মূল সড়কে। প্রতিবাদ সভায় আলোচনা করতে গিয়ে ডি ওয়াই এফ আই বিলোনীয়া বিভাগীয় সভাপতি রিপু সাহা বলেন বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্য পরিশেবা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যের মানুষ স্বাস্য পরিশেবা থেকে আসা হারাচ্ছেন। এটা একটা ভয়ানক বিপদ জনক বিষয়। ডি ওয়াই এফ আই - টি ওয়াই এফ মানুষের স্বাস্য পরিশেবা উন্নয়নে এবং করোনার অতিমারীতে ডাক্তার নার্স সহ ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধাদের সামগ্রীক উন্নয়নে ৯ দফা দাবি অত্যন্ত জরুরী। তিনি ৯ দফার দাবির কথা উল্লেখ করে বলেন রাজ্যে প্রতিটি জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে প্রতি জেলায় কোভিড আক্রান্ত রুগীদের চিকিৎসার ব্যাবসা করতে হবে, কোভিডে আক্রান্ত মৃত ব্যাক্তির পরিবারকে সরকারের ঘোষনা মত অবিলম্বে ১০ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, হোম আসোলেষানে থাকাদের খাবার ও আর্থিক সাহায্য এবং সু চিকিৎসার ব্যাবসা করা, চিকিৎসক, নার্স, পেরামেডিকেল ষ্টাফ সহ কোভিডে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ পুরুস্কারের ব্যাবসা করা। করোনার অতিমারীতে চিকিৎসার সংকট মোকাবেলায় চুক্তি ভিত্তিতে নয় রেগালার নিয়মিত ভাবে চিকিৎসক, নার্স, সহ স্বাস্য কর্মি নিয়োগ করা, প্রতিটি হাসপাতালে কোভিড টেষ্ট করা এবং করোনায় আক্রান্ত নন এমন রুগীদের জন্য চিকিৎসার সুব্যাবসা করা, বিভিন্ন সরকারী দপ্তর গুলিতে ধ্রুত শূন্য পদ পূরন করা, বেকারদের জন্য নুন্যতম ৫ হাজার টাকা বেকার ভাতার চালু করতে হবে। এই দিনের আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচীতে ডিওয়াইএফ বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি সভাপতি রিপু সাহা ছাড়াও যুব সংগঠনের সম্পাদক মধুসূদন দত্ত , প্রাক্তন যুব নেতা মানব রায় সহ শামিল হন প্রাক্তন ও বর্তমান যুবনেতৃত্বরা।

আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধে করল যান চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ অক্টোবর।। মনপাথর এলাকায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধে করলো যান চালকরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মন পাথর ফাঁড়ী থানার ওসি দীপু দের্বমা প্রতিনিয়ত যান চালকদের সঙ্গে দুরব্যাবহার করে। আজ মনপাথর সাপ্তাহিক বাজারবার। আজকে বাজারবারে মনপাথর বাজারে ভিরাভীরি ছিলো। যারফলে যান চালক ও পুলিশের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরইমধ্যে মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি এক যান চালকের গাড়ীর চাবি নিয়েযায়বলে অভিযোগ। এতেকরে যানচালকরা ক্ষুব্ধহয়ে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধকরে। অবশেষে অবরোধের খবরপেয়ে ঘটনাস্থলেউপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি সেখানগিয়ে যান চালকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সকলে আশ্বাস দিয়ে পথ অবরোধমুক্ত করেন।

মধুপুরে গাড়ি থেকে মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানার পুলিশ একটি সরকারি গাড়ি আটক করে অর্ধলক্ষাধিক টাকার বিদেশী মদ উদ্ধার করেছে। সরকারি গাড়ি থেকে মদ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানার পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে এতে গাড়িতে করে বিলিতি মদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অর্ধলক্ষাধিক টাকার বিদেশী মদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।ভাড়া করা সরকারি গাড়িতে মদ বহন করার ঘটনার সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।মধুপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাংবাদিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য চলে গেলেন না ফেরার দেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। না ফেরার দেশে চলে গেলে, দৈনিক সংবাদের ধলাই জেলা প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। তিনি আমবাসা মহকুমা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কমলপুরের নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি কমলপুর মহকুমার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও ধলাই জেলার প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে কাজ করতেন। নির্ভীকতার সাথেই কাজ করে সর্বদা সত্যনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। শনিবার সকালে নিজ বাড়িতে আকস্মিক মৃত্যু কেড়ে নেয় তাঁর জীবন। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের এই অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে জেলাসদর আমবাসা সহ জেলার প্রতিটি প্রান্তে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমবাসা মহকুমা প্রেসক্লাবের সদস্যরা ছুটে যায় কমলপুরে। শেষ শ্রদ্ধা জানান কমলপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রীয় দত্ত, বিজেপি যুবমোর্চার সভাপতি আশিষ ভট্টাচার্য্য, সহ প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। শনিবারই ময়নাতদন্ত শেষে কমলপুরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের এই অকাল প্রয়াণ মেনে নিতে পারছে না কেউই। সদা মিষ্টভাষী এই মানুষটি আর নেই সেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে সকলেরই। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের এই অকাল প্রয়াণে আমবাসা মহকুমা প্রেসক্লাব গভীরভাবে শোকাহত। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, বাবা, ভাই সহ বহু আত্মীয়-পরিজন রেখে গেছেন। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের এই অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংগঠন।

বিজেপির রাইমাভ্যালী মন্ডলের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ অক্টোবর।। ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালী মন্ডলের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এই দিন গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় উপসিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিস্তারক আদিত্য কুলকার্নি, জনজাতি মোর্চার রাজ্য সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা, ধলাই জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা,সম্পাদিকা সতী চাকমা, গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, সহ-সভাপতি আদিত্য সরকার প্রমুখ। এই দিনের সাংগঠনিক সভায় বুথ কমিটির সভাপতিগন, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিদ্বয় এবং মন্ডল সদস্যদের নিয়ে আগামী এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তার রূপরেখা বিষয়ক আলোচনা হয়। এদিনের সাংগঠনিক বৈঠকে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিলোনীয়ায় কিষাণ মোর্চার সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ অক্টোবর।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সেই সাথে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিজেপি সরকারের গাইড লাইন আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়লেন নিজ দলের অনুগতরাই। করোনা আবহ কালে সরকারের যে নিয়ম নীতি ঘোষনা করা হয় তা সাধারণ মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের জন্যই কি কার্যকর এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি সংগঠিত করতে চাইলে করোনার দোহাই দিয়ে রাম পুলিশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু শাসকদল অনায়াসে পুলিশের সামনেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করে বলে বিরোধীদের যে অভিযোগ তা আবারো প্রমানিত। সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষকদের কল্যাণে সংসদে পাশ হওয়ার দুটি বিলকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করে বিলের সমর্থনে অভিনন্দন সভা বিলোনিয়াতে হয়। জয় জওয়ান, জয় কৃষান, জয় বিজ্ঞান, এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এঈ অভিনন্দন সভার আয়োজন করলো কৃষাণ মোর্চা। মূলত এই অভিনন্দন সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়ার কালিনগর মোটর স্ট্যান্ডে শনিবার বিকেল তিন ঘটিকায়। সভাতে সরকারি নিয়ম নির্দেশিকা উপক্ষিত ছিল উপস্থিত নেতাকর্মীদের মধ্যে। ছিল না সামাজিক দূরত্ব , মুখে ছিল না মার্কস। অনুষ্ঠানে বক্তারা আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন প্ররোচনা করেন। বর্তমানে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলি সংসদে পাস হওয়া কৃষি বিল নিয়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য এবং আন্দোলন করছেন, এ বিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। বিরোধী দলগুলির এধরনের মন্তব্য কে এক দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের কথায় কান না দিয়ে, সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষকদের কল্যাণে এই ঐতিহাসিক বিলের সমর্থনে কৃষকদের সামনের দিকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান উপস্থিতি বক্তারা। আজকের এই অভিনন্দন সভায় দক্ষিণ জেলার বেশকিছু কৃষকের উপস্থিতির হার লক্ষ্য করা যায়।ছিলেন কৃষাণ মোর্চার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রভারি অর্ণব চ্যাটার্জী, রাজ্য সভাপতি জহর সাহা, দক্ষিণ জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক শংকর রায়, সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিএসএফের গাড়ির ধাক্কায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ই-রিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর মহকুমার গঙ্গানগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ই রিক্সা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ই রিক্সা চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে রিকশা চালককে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রিকশাচালক। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বাগবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।বিএসএফের গাড়ির ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ই রিক্সা টি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন বিএসএফের গাড়িটি দ্রুতবেগে যাচ্ছিল।অপরদিকে ই রিকশা তে বাঁদিকে দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। ই রিকশাতেই ছিলেন চালক। বিএসএফের গাড়িটি রিকশাকে থাকা দেওয়ায় চালক গুরুতর জখম হয়েছেন।আহত ও রিকশা চালককে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় অর্থ বিএসএফের পক্ষ থেকে দেওয়ার জন্য দাবি উঠেছে। বিএসএফের গাড়ির চালকের দ্রুতগামী তা এবং অসাবধানতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ফাঁসীতে আত্মহত্যা করলো এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ অক্টোবর।। ফাঁসীতে আত্মহত্যা করলো এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চিম কাকুলিয়ার বাসিন্দা লালু শীল নামে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছেনিয়েছে। জানাযায় লালু শীল গতকাল রাত্রি আনুমানিক ২ ঘটিকায় উনার ঘরথেকে বের হয়। পরবর্তীসময় তিনি ঘরে না পৌঁছানোতে সন্দেহজনক ভাবে উনার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি শুরুকরে। কিছুক্ষন খোঁজার পর

ছয়ের পাতায় দেখুন

পতিছড়িতে হামলা হুজ্জতির ঘটনায় জড়িত দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ অক্টোবর।। পতিছড়ি এলাকার অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকায় গত মাসের ২৭ তারিখ গনমুক্তি পরিষদের মিছিলকে কেন্দ্রকরে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টিহয়। এর মিছিলে আগত লোকজন বিজেপি সমর্থীত কর্মীদের উপর আক্রমন করেছে বলেঅভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি সমর্থীত কর্মীদের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার থানায় এক লিখিত মামলা দায়েরকরাহয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পতিছড়ী ড্রপগেইটের উত্তর তাকমা এলাকাথেকে বিমল নোয়াতিয়া ও বিকাশ দাস নামে দুইজন অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৪৭/১৪৮/৪২৫/৪২৭/১৮৮ আপসি এক্টে মামলা গ্রহন করেছে পুলিশ। এই ঘটনার বিবরন জানাতেগিয়ে কেইসের দায়িত্বে থাকা অফিসার জানান এই ঘটনায় ১০০ জনের অধিকের নামে মামলা হয়েছে। ঘটনার তদন্তকরে পুলিশ প্রকৃত দোষীদের আটক করবে বলে জানান। শান্তির বাজার থানার এই সফলতায় শান্তির বাজারের লোকজন খোবই খুশি।

শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে মেগা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ অক্টোবর।। শান্তিরবাজার পৌরপরিষদের উদ্দ্যোগে শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে এক মেগা শিবিরের আয়োজন করাহয়। মুখ্যমন্ত্রী স্ব নির্ভর যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর নিধি প্রকল্পে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বী করে গড়েতোলার লক্ষ্যে ঋন প্রদানের জন্য এক মেগা শিবিরের আয়োজনকরাহয়। এই শিবিরের মধ্যদিয়ে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র ও ১০ হাজার টাকা ঋন প্রদানকরাহয়। করোনা মহামারির মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রব্যাবসায়ীরা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পরেছে তাদেরকে পুনরায় আর্থিক ভাবে সহায়তার লক্ষ্যরেখেই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পের ঘোষনা করেছেন। এই প্রকল্পে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের প্রথম অবস্থায় ১০ হাজার টাকা ঋন প্রদানকরাহয়। পরবর্তী সময় ব্যাবসায়ীরা সঠিকভাবে এই ঋন পরিশোধ করলে আরো বেশিপরিমানে ঋন নিতে পারবে বলে জানাযায়। পৌর পরিষদ কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর

ছয়ের পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিবাদ মিছিল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। উত্তর প্রদেশের হাতরাসে এক তরুণীকে ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং পুলিশ সবধরনের প্রয়াস জারি রেখেছে।কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এক সাংসদ ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।ডান বাম সব রাজনৈতিক দলই এই ইস্যুতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর পদত্যাগের জোরালো দাবি উঠেছে। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলনে তোলপাড়। কংগ্রেস সিপিআইএম সহ বিভিন্ন সংগঠন ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে শামিল হয়েছে।শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনীতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয় বাম নারী সংগঠন নারী সমিতি। নারী সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।। তারা উত্তরপ্রদেশে তরুণীকে ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।যোগী আদিত্যনাথ এর নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশে নারী নির্যাতন ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা উপর্যপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলেও অভিযোগ করা হয়।এদিকে একই দাবিতে রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়।

পোস্ট অফিসের সামনে মিলল টাকার ব্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। শনিবার সাত সকালে আগরতলা শহরের পোস্ট অফিস চৌমুহনীএলাকায় মোটা অংকের টাকা সহ একটি পেয়েছেন সহৃদয় ব্যক্তি। টাকার ব্যাগটি পাওয়ার পর তিনি পশ্চিম থানায় গিয়ে সেটি জমা দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়।সে অনুযায়ী পশ্চিম থানার পুলিশ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে কেউ যদি টাকা হারিয়ে থাকেন এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে টাকা সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই টাকার মালিকানা দাবি করেনি।মোটা অংকের টাকা সহ ব্যক্তি পেয়ে থানায় জমা দেওয়ায় ওই ব্যক্তির ভূয়শী প্রশংসা করেছেন সমাজের সকল অংশের মানুষজন।

বিলোনীয়ায় ফের চুরি, পুলিশের ভূমিকয়া ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ অক্টোবর।। নিশি কুটুমদের হানা থেকে কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না। রীতিমতো পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে , দোকান , বাড়ি অফিস , আদালত এমনকি মন্দিরে হানা দিয়ে চুরি করছে অনায়াসে। পুলিশ তথৈবচ। চুরি যাওয়া জিনিসপত্র সন্ধান পাওয়ার দুরের কথা চোরের টিকির নাগাল না পাচ্ছে না বিলোনিয়া থানার পুলিশ।বিলোনিয়া থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে ইউবিআই ব্যাঙ্ক রোড সংলগ্ন আবারোও গভীর রাতে চুরি হলো জোস্না স্টুডিও নামে একটি দোকান। এনিয়ে দুই বার চুরি হয় এই দোকান। পুলিশ পেট্রোলিং ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

অল্পতে প্রাণে বাঁচলেন দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ অক্টোবর।। অল্পতে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষাপেলো দুই বাইক আরোহী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত রিয়াং (২১) ও উর ভাই নবাজয় রিয়াং (২১) টি আর ০৮ এ ৯০৪৫ নাম্বারের পালসার বাইকেকরে সাব্রুম থেকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। এরইমধ্যে শান্তির বাজার ট্রাইজংশন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে টি আর ০৮ সি ০৩৬৪ নাম্বারের মারুতি গাড়ীর সঙ্গেসংঘর্ষ ঘটে। এতেকরে দুই বাইক আরোহী জাতীর সড়কে ছিটকে পড়েযায়। জানাযায় মারুতি গাড়ীটি জাতীয় সড়কের মধ্যে ঘুরাচ্ছিলো। এতে করে বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। বাইক আরোহীদের সঙ্গে কথা বলে জানাযায় উদের বাইকের গতি কম ছিলো। আজ যদি বাইক দ্রুত গতিতে থাকতো তাহলে আজ তাদের মৃত্যু হতো। গাড়ী চালকের খামখেয়ালীপনায় আজ এই দুর্ঘটনাঘটে বলে জানাযায়।

রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরও ৩০ হাজার গরিব অংশের মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা দেওয়া হবে। তাছাড়া রাজ্যে গ্রাম পাহাড়ে প্রতিটি পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্পও রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মোহনপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের উদ্যোগে মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে সামাজিক সুরক্ষা ভাতার আবেদনপত্র বিতরণ এবং একদিনের সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১৬ হাজার গরিব অংশের মানুষকে অন্ত্যোদয় যোজনার আওতায় আনা হবে। সামাজিক সুরক্ষা ভাতা যেন প্রক'ত সুবিধাভোগীরা পান সেই বিষয়ে জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, গ্রামের প্রতিটি পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য শূকর, হাঁস, মোরগ, গাভী প্রভ'তি পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর ব্লকের বিডিও শুভব্রত ভ-াচার্য প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের সুপারভাইজার টিটন দাস। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্র বিতরণের সূচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।